জন্ত সকলে অর্থসাহায্য করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট অথবা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এর নিকট ১৬নং রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্ কলিকাতায় সাহায্য পাঠাইতে হইবে।

বড়লাটের খাসমজলিসে ভারতীয় সদস্য—আমাদের বড়লাটের অধীনে দুইটী মজলিস অর্থাৎ সভা আছে, একটী খাস, অন্যটী সাধারণ। খাস মজলিসে বড়লাটকে লইয়া ভারতশাসনের সকল গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া থাকেন; এই মন্ত্রণানুসারে সকল শাসন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। প্রস্তাব হইতেছে যে, বড়লাটের এই খাস মজলিসে একজন ভারতবাসী সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে নূতন প্রস্তাব করা হয়; যে, একজনের স্থানে দুইজন ভারতবাসী একজন হিন্দু, আর একজন মুসলমান নিযুক্ত হউন। মুসলমানদের এই প্রস্তাবের উত্তরে লর্ড মর্লি বলেন—বড়লাটের খাস মজলিসে একজন ভারতবাসী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, ইংরাজি শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে যোগ্যতা ও পটুতা দেখিয়া একজন ভারতবাসীকে এই পদে নিযুক্ত করা উচিত। বড়লাট লর্ড মিণ্টো একজন শিক্ষিত হিন্দুকেই সদস্যপদে নিযুক্ত করিতে চাহেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

তুলসীদাস শৈশবাবধি সত্যবাদী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অসত্য বা অপ্রিয় বাক্য প্রাণান্তেও তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত না। তিনি জন্মমাত্র মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, নৃসিংহদাস স্বামী নামে এক সাধু তাঁহাকে আনিয়া পালন করিয়াছিলেন। নৃসিংহদাস বলিতেন;—সহস্র নির্যাতনের ভয়েও, এ বালকের মুখ হইতে মিথ্যা বা কপটতা বহির্গত হইবার নহে। সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা এ শিশুর আজন্মসিদ্ধ। নৃসিংহ দাসের অনেকগুলি ছাত্র ছিল। অপকর্ম্ম করিয়া কেহ আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা করিলে, আচার্য্য, তুলসীর মুখে প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া অপরাধী ছাত্রকে শাসন করিতেন। ইহাতে ছাত্রেরা তুলসীর উপর ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু সেই সরল শিশুর অমায়িক মধুর ব্যবহারে তাহারা এরূপ মুগ্ধ হইত যে, তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

সঙ্গীত, বাল্যাবধি তুলসীর বড় প্রিয় পদার্থ। তদীয় কণ্ঠস্বর স্বভাবতই সুমধুর। কালে তাহা উচ্চতায়, গভীরতায় ও বিস্তারে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি অল্প বয়সেই হিন্দিভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত ও শ্লোক রচনা করিতেন। নব যৌবনে তিনি প্রাণাধিকা পত্নীর চিত্ত

রঞ্জনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি রচনা করিতেন। অনন্তর যখন ভগবৎকৃপায় তিনি জগৎপাবন নব জীবন লাভ করিলেন, তখন সেই সঙ্গীতশক্তি অনন্ত প্রেম-সাগরে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। তদায় ভজনসঙ্গীতগুলি ভক্তিরসের ও জ্ঞান-বৈরাগ্যের উৎস। রাগ-রাগিণী, তান-লয় প্রভৃতি কোনও অংশেই সে সকলে অণুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। সর্ব্বপ্রকার ছন্দেই তাঁহার যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা তদীয় রামায়ণ, বিনয়পত্রিকা এবং দোঁহাবলী প্রভৃতি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় (১) স্থানান্তরে তদীয় গ্রন্থাবলীর তালিকা ও প্রতিপাদ্য প্রদত্ত হইবে, এজন্য এ স্থলে তাহা লিখিত হইল না।

রাণী মিরাবাই ও তুলসীদাস, উভয়ে ভক্তি-সঙ্গীতের রচনায় ও গানে সিদ্ধ ছিলেন, উভয়েই সমসাময়িক ও পরস্পরকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর নিজ বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্যগণকে লইয়া বৃন্দাবনধামে গিয়া মিরা ও তুলসীর ভজন সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। ভক্তিসঙ্গীতের রচনায় বঙ্গভাষায় যেমন সাধক রামপ্রসাদ, হিন্দিভাষায় তেমনি তুলসীদাস।

ভারতীয় ঋষিগণের প্রণীত সঙ্গীত শাস্ত্রে নাদব্রহ্মের যে অলৌকিক প্রভাব ও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। তাহাতে পার্থিব অশ্লীলতার নাম গন্ধ নাই। তাহা মহাযোগের এক অদ্ভুত সিদ্ধিক্ষেত্র। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ, নারদ, ভরত, বাল্মীকি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ এবং হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ নাদ-ব্রহ্মের প্রবর্ত্তক ও সাধক। নারদসংহিতায় রাগের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে;—

"শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরমপ্রেমসাগরঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরার্দ্রতরোঽভবৎ॥"

—সঙ্গীতরাগ সাক্ষাৎ শিব-শক্তি, পরম-প্রেমসাগর। দেবর্ষি নারদের মুখ হইতে ইহার উৎপত্তি। ভগবান্ নারায়ণ, দেবর্ষির মুখে প্রথমে উহা শ্রবণমাত্রে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন। তাহাতেই ত্রিলোকতারিণী দ্রবময়ী সুরধুনীর উৎপত্তি হয়। ফলতঃ সঙ্গীতের শক্তি যে অত্যদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়, তাহাতে সংশয় নাই। ভগবৎপ্রাণ ভক্তের বদনচন্দ্রনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা, শ্রোতৃগণকে ধূত-পাপ করিয়া, তাহাদের হৃদয়ে যে আনন্দ দান করে, তাহা ব্রহ্মানন্দের সহোদর। আমরা সচরাচর যে সঙ্গীত শ্রবণ করি, তাহা প্রকৃত সঙ্গীত নহে, সঙ্গীতের ব্যভি-চার মাত্র। প্রকৃত সঙ্গীত মহাযোগীর ব্রহ্ম-সমাধির আনন্দময় ফল। সে ফলের স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যোগিগণেরও বাক্য মন হারি মানে। নারদসংহিতার একটী বচন অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে,

(১) তুলসীর বিনয়পত্রিকা অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। উহাতে বহুতর ভজনসঙ্গীত, সুললিত ও সুদীর্ঘ ছন্দে বিরচিত দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক ভজনের রাগ-রাগিণী ও তাল প্রভৃতির নাম উহাতে লিখিত আছে।

প্রাচীন সাধকগণ কাহাকে সঙ্গীত বলিতেন এবং তাহার প্রভাবই বা কিরূপ।

নারদ বলিতেছেন ;—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো
লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

—পরম ব্রহ্মের জপ অপেক্ষা ধ্যানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। ধ্যান অপেক্ষা লয়ের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। লয় অপেক্ষা গানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। অতএব, গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই। 'লয়' অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীন হওয়া ; তাহা হইতেও গানের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করা আপাততঃ প্রলাপ বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে ইহা ভক্তিতত্ত্বের সার কথা। ভক্ত স্বয়ং আনন্দ হইতে চায় না, সে অহর্নিশ অবিরাম আনন্দ উপভোগ করিতে চায়। এজন্য বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন, "আমি চিনি হইতে চাই না, চিনির মাধুর্য্য ভোগ করিতে চাই"। প্রথমতঃ জপকার্য্যে সাধকের নাসা, কণ্ঠ, উর, তালু, জিহ্বা, দন্ত প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে। কিন্তু ধ্যানে তাহা নাই। ধ্যানে শুধু অন্তরিন্দ্রিয় মনেরই যোগ। বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয় মন প্রধান। এজন্য জপ অপেক্ষা ধ্যানের অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তার উৎকর্ষ অধিক। লয় অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া বা ব্রহ্মের সহিত একত্বভাব, ইহাতে ধ্যাতা ও ধেয়, ভোক্তা ও ভোজ্য, জীব ও ব্রহ্ম, এ উভয়ে পার্থক্য থাকে না। কিন্তু গানে, গেয় ও গায়কে বা গেয় ও শ্রোতায় পার্থক্য থাকে। একটী সেই নাদরূপী ব্রহ্মানন্দ, অপরটী সেই ব্রহ্মানন্দের ভোক্তা। ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন তুমি জগতে আর যাহা কিছু ভোগ করিবে, ভোগ করিতে করিতে ক্রমেই তোমার ভোগলালসা নিস্তেজ হইবে। ক্রমে তাহা আর রুচিকর হইবে না। মন আবার নূতন চাহিবে, বিরাম চাহিবে, বৈচিত্র্য চাহিবে। কথায় বলে, ক্রমাগত খাইতে খাইতে অমৃতেও বিতৃষ্ণা হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধকের ভগবৎসঙ্গীত যে আনন্দ দান করে, তাহা অনন্তকাল অবিরাম উপভোগ করিলেও, বুভুক্ষার নিবৃত্তি নাই, প্রত্যুত ক্ষণে ক্ষণে, পদে পদে, পলকে পলকে, লহরে লহরে, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রসাস্বাদ দান করিয়া, ভোক্তাকে চিদানন্দসাগরের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে, নিমজ্জিত করে। সে ভূমানন্দের স্তর-পরম্পরার সীমা নাই। তাহা অনন্তকাল অবিচ্ছিন্ন ভোগেও, প্রতিক্ষণে নব নব। এই জন্য শুক, সনাতন, নারদাদি যোগিগণকে এবং ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণকে ভগবান্ মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। কেবল বলিয়াছিলেন;—"তোমাতেই আমার ভক্তি অচলা হউক।" ভাগবতে ভগবান্ বলিতেছেন।—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বম-
প্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ"॥

—'সালোক্য' (ভগবানের সঙ্গে এক

লোকে বাস,) 'সাষ্টি' (ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ,) 'সামীপ্য' (ভগবৎসমীপে অবস্থান,) 'সারূপ্য' (ভগবৎস্বরূপ লাভ করা) 'একত্ব' (ভগবানে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া,) এই পঞ্চবিধ কল্যাণ আমি স্বহস্তে দান করিলেও, আমার ভক্তজন তাহা গ্রহণ করে না। আমার সেবানন্দ-সম্ভোগ ভিন্ন সে আর কিছুই চায় না। তাহার আর কিছুর প্রয়োজনও নাই। এই জন্য, 'লয়' অপেক্ষা ভক্তিসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা। এ স্থলে যে সঙ্গীতের কথা হইতেছে, তাহা ভক্তিযোগের পরাকাষ্ঠা।

তুলসী ভগবৎসঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। অযোধ্যা, বারাণসী, চিত্রকূট,বৃন্দাবন কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থ সকল এবং ঐ সকলের নদ-নদী, ভূধর-কন্দর, বন-উপবন, মঠ-মন্দির, আশ্রম, কুপ, শিলা প্রভৃতি একদা তদীয় ভজনসঙ্গীতে দ্রবীভূত হইয়াছিল। সে সঙ্গীতে অচেতনেও চেতনা পাইত, মৃতও জীবিত হইত,। তুলসীর প্রিয় স্থান কাশীর অসীর ঘাট, যথায় তাঁহার মঠমন্দিরাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান, যথায় তাঁহার ভৌতিক দেহের অবসান হয়। ঐ স্থানটাতে গমন করিলে, জ্ঞান হয় যেন, তাঁহার অনন্ত দিব্য মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে,যেন অলক্ষ্য হইতে এক অপূর্ব্ব স্বরলহরী আসিয়া প্রাণকে উন্মত্ত করিতেছে। মন, প্রাণ, আত্মা, সমস্ত ইন্দ্রিয়, টলিয়া পড়ে, ক্রমে বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

এই সেই।

(আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

মিত্রবরের সহিত বহুদিন একত্রে বাস করিলাম, উভয়ে উভয়ের মঙ্গল কামনা করিতাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে মত ও প্রকৃতির অনেক পার্থক্য লক্ষিত হইত। কাহারও অকাল মৃত্যু বা আপদ বিপদ দেখিলে আমার হৃদয় আর্দ্র হইত, এবং তাহাতে ঈশ্বরের অবিচার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতাম, কিন্তু মিত্রবর এবম্বিধ ঘটনা দর্শনে হর্ষিত হইতেন ও মুহুর্মুহু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন। উঁহার এই প্রকার নির্দ্দয়তায় আমি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতাম, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিতাম না। মনের ভাব মনে থাকিয়া যাইত। ভাবিতাম, মিত্রবরের যেরূপ তেজোময় দেব্যাকৃতি, প্রকৃতি সেরূপ নয়।

একদিন গোদাবরীতীরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর নদীগর্ভে নিপতিত এক বৃহৎ অট্টালিকার ইষ্টকস্তম্ভের ভগ্নাবশেষের উপরে বসিয়া উভয়ে নানারূপ কথোপকথনে নিযুক্ত আছি,এমন সময় সহসা ক্রন্দনধ্বনি কর্ণগোচর হইল। বায়ু প্রতিকূল থাকায় কখন মৃদু কখন বা একটু উচ্চতর কান্নার শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে, আমি এক মনে

সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকিলাম। শুনিলাম, এ রমণীকণ্ঠ; উঠিলাম, বলিলাম মিত্রবর! চল, দেখি,—কাহার কি বিপদ ঘটিল! কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখি-যাহা দেখিলাম, বলিতে কণ্ঠরোধ হয়. ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এক ষোড়শবর্ষীয়া পরমা-সুন্দরী বাতাহত কদলীতরুবৎ ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া হা নাথ, হা নাথ, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিকটে এক ভীষণ শ্মশান। স্থানে স্থানে নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। নরদেহ ভক্ষণ লালসায় কুকুর ও শৃগাল পালে পালে বিচরণ করিতেছে ও কোলা-হল করিতেছে। নদীগর্ভে প্রোথিত এক-খানি বংশখণ্ডের উপরে নরমাংস-লোলুপ একটী বায়স শ্মশানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছে। কয়েকটী যুবক মাল-কোচা মারিয়া একটী চিতার আয়োজন করিতেছেন। ঐ চিতার পার্শ্বে একটী সুন্দর-কায় বিংশতিবর্ষীয় যুবকের মৃত দেহ শায়িত রহিয়াছে। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম,হায় বিধি! এই কি তোমার বিচার! কেনই বা এই রমণীরত্ন সৃষ্টি করিলে, আবার কেনই বা ইহার সর্ব্বস্ব প্রাণেশ্বরকে অকালে কালসদনে পাঠাইয়া রমণীকে চির বৈধব্যযন্ত্রণা ভুঞ্জিতে রাখিলে? যে পথে উহার পতিকে পাঠাইলে, সেই পথে সতীকেও পাঠাও। আমার এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া মিত্রবর বলিলেন, "উহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা অবিধেয়। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বেশ হইয়াছে, চল, আমরা এখান হইতে যাই। উহার এইরূপ উক্তিতে আমি মনে বড় ব্যথা পাইলাম, কিন্তু কিছুই বলিতে সাহস হইল না।

গোদাবরীর অপর পারে গোপাল বাবু নামে এক ব্যক্তি বাস করেন। গোপাল বাবুর পিতা অতি গরীব ছিলেন। তিনি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। ছেলেকে নিজ পালের গরুগুলি চরাইবার ভার দিয়াছিলেন। পুত্র গরু চরাইত বলিয়া তিনি তাহার নাম গোপাল রাখিয়াছিলেন। গোপালের পিতা অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়া-বনত ছিলেন। গোপালও পিতৃ গুণে অলঙ্কৃত হইলেন। অহঙ্কার, আত্ম-গৌরব কাহাকে বলে. গোপাল তাহা জানিতেন না।

গোপালের পিতার মৃত্যুর পর গোপাল নিজ বুদ্ধিকৌশলে কৃষিকার্য্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, গোপালের পর্ণকুটীর অট্টালিকায় পরিণত হইল। গোপাল এখন গোপাল বাবু নামে পরিচিত হইতে লাগি-লেন, মিত্রবর বলিলেন,—"আজ গোপাল বাবুর বাটীতে অধিষ্ঠান করিব"। আমরা নদী পার হইলাম। নদী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে গোপাল বাবুর বাটী। নদীর ঘাট হইতেই গোপাল বাবুর বিচিত্র অট্টালিকা আমার নয়নগোচর হইল। অল্পকাল মধ্যেই গোপাল বাবুর বাটীতে পৌছিলাম। বাটীতে দুইটী সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছে শুনিয়া গোপাল বাবু অন্দর বাটী হইতে দ্রুত গমনে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

সায়ংকালে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া আমরা

ঈশ্বরের স্তুতি গান করিতে লাগিলাম। গোপাল বাবু আমাদের নিকট বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা শুনিতে লাগিলেন। গোপাল বাবু মধ্যে মধ্যে অতি বিনীত ভাবে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উহার কোন কোনটীর উত্তর দিলাম, কিন্তু মিত্রবর মৌনাবলম্বনে থাকিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইলে আমাদিগের আহারাদির জন্য গোপাল বাবু বিশেষ যত্ন করিলেন। আমাদের আহারের জন্য ফল, মূল, দুগ্ধাদি আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। বাবুর আদেশে নিমেষমধ্যে স্বর্ণময় বাটী ও থালায় আমাদের জন্য আহারীয় আনীত হইল।

আমাদের আহারাদি শেষ হইলে গোপাল বাবু তাঁহার বিচিত্র হর্ম্যের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সাদরে অভ্যর্থনা করতঃ আমাদিগকে লইয়া গেলেন। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে এক বহুমূল্য খট্টাঙ্গে সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভার্থ আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসীর ব্যাঘ্র চর্ম্মই আসন, ব্যাঘ্র চর্ম্মই শয্যা। গোপাল বাবুর অনুরোধটী রাখিতে পারিলাম না। আমি ভূতলে ব্যাঘ্র চর্ম্মোপরি শয়ন করিলাম, মিত্রবর মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট থাকিলেন। আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

গভীর নিশাভাগে বসুন্ধরা নিস্তব্ধা। শ্রান্তিনাশিনী নিদ্রা ক্রীড়াশীল সহচর স্বপ্নের সহিত জীবমণ্ডলে আবির্ভূতা। স্বপ্নের কুহকে অভাবনীয় অদ্ভুত অলীক ঘটনা সত্য স্বরূপ দৃশ্যমান লক্ষিত হয়। বৃক্ষমূলে বসুন্ধরাপৃষ্ঠে নিদ্রিত ক্লান্ত দীন পান্থ স্বপ্নের কুহকে রাজভোগ উপভোগ করে, রাজপ্রাসাদে সুকোমল শয্যায় সুষুপ্ত সসাগরা ধরার অধীশ্বর ক্রীড়াকুশল স্বপ্নের কুহকে পথের ভিখারীরূপে প্রতীয়মান হয়েন; বন্ধ্যা নারী ক্ষণ তরে পুত্রমুখ দর্শনসুখ অনুভব করেন, পুত্রবতী বন্ধ্যাত্ব-জনিত মনস্তাপে দগ্ধীভূতা হয়েন; বিধবা রমণী সহর্ষে স্বামিসেবায় রতা এবং স্বামি-ক্রোড়ে নিদ্রিতা, রমা বীভৎস স্বপ্ন দর্শনে "হা নাথ" শব্দে কাঁদিয়া বিহ্বলা!

এই ঘোর নিশায় এক অনুপমা সুন্দরী রমণীর সহিত মিত্রবরকে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। দেখিলাম মিত্রবর রমণীর সহিত অতি সঙ্গোপনে বাক্যালাপ করিতেছেন। বুঝিলাম, রমণী ব্যভিচারিণী। ক্ষণেক পরে, রমণী গোপাল বাবুর গৃহস্থ বহুমূল্য রত্নাদি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিল, এবং মিত্রবর রমণীর এবম্বিধ কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ যেন পেঁচার স্বর আমার কর্ণগোচর হইল। অনতিবিলম্বে রমণী গৃহ হইতে বিনির্গতা হইল।

এবম্বিধ কার্য্য দর্শনে ভয়ে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রভাতে আমি মিত্রবরের সহিত চোর বলিয়া ধরা পড়িব এই ভয়ে আমার ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও কমণ্ডলু গ্রহণ করতঃ দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইলাম। মিত্রবর আমার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

ইহার পরে মিত্রবরের সহিত লোকালয়ে যাইতে আমার সাহস হইত না। বন জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে, দেশ দেশান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে মধ্য বঙ্গে উপনীত হইলাম। বসন্তকাল আগত। শীতকালে বিটপিশ্রেণী বিযুক্তপত্র হইয়া ম্রিয়মাণ ছিল, এখন বসন্তের সমাগমে নূতন পল্লবে ও ফল ফুলে সুশোভিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন উহারা শীতের শিশিরে স্নাত হইয়া সিক্তবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করতঃ নূতন বেশ ভূষায় বিভূষিত হইতেছে। আজ্ঞাবহ মলয়ানীল আসিয়া উহাদিগকে চামর ব্যজন করিতেছে। সুখের সখা অলিকূল গুণ গুণ প্রেমালাপে তুষিয়া মধুপানে মত্ত হইতেছে। বসন্তের দূত পিকবর কুহু কুহু রবে বসন্তের শুভাগমন ঘোষণা করিতেছে। বসন্তের রাজত্বে সকলেই প্রফুল্ল, সকলেই প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে, কেবল আমি—মিত্রবর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ যে গৃহস্থের ঘরের কোণে শেফালিকা ফুলের গাছ দেখা যাইতেছে, চল, উহার তলায় গিয়া বসি।" মিত্রবর আগে আগে আমি তাঁহার পশ্চাতে শিউলি ফুলের গাছের দিকে চলিলাম। বৃক্ষতলে বাঘা কুকুর শুইয়াছিল। আমাদের ভয়াবহ বেশ দর্শনে বাঘা কুকুর "ঘেউ ঘেউ" করিয়া উঠিল। মিত্রবরকে বাঘার দিকে রাখিয়া আমি তাহার পার্শ্বে থাকিলাম এবং মনে মনে বলিলাম —"খা এই পাষণ্ড দুরাচারকে খা"। আমাদের আকৃতি দেখিয়া বাঘা ভয়ে পলায়ন করিল। আমরা গিয়া বৃক্ষের তলে বসিলাম।

স্থানটী অতি মনোরম। ক্ষুদ্র একটী বানের ধারে ঘর। তাহার দক্ষিন পশ্চিম কোণে শেফালিকা ফুলের গাছ। গাছটী অগণনীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিভূষিত। এক একবার দক্ষিণানিলের হিল্লোল সহ বিকশিত পুষ্পের সৌরভ হরণ করতঃ শ্রান্ত ক্লিষ্ট জনকে দান করিয়া তদ্বিনিময়ে সুযশ গ্রহণ করিতেছে। উহার নিকটে একটী জলাশয়। জলাশয়ের এ পার ও পার একটী বাঁশ পাতিয়া দিয়া সুদক্ষ গৃহস্বামী লোকের গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মিত্রবরের কৃত বীভৎস কাণ্ড সকল আমার অন্তরে নিহিত আছে। আমি সদাই ভাবি কি উপায়ে এই নরাধমের সঙ্গত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি!

মিত্রবর ধূম পান করিয়া কলিকাটী আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমি কলিকাটী গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ উহাতে মুখ বুলাইয়া কলিকা উঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম।

কলিকাটী ঝুলির মধ্যে সংস্থাপন করিয়া মিত্রবর বলিলেন,—'এখন কোন দিকে যাই।' আমি বলিলাম 'ঐ যে নূতন পথ দেখা যাইতেছে, এই সাঁকো দ্বারা জল পার হইয়া ঐ পুকুরধারে যাই'।

উভয়ে গাত্রোত্থান করত পথ ধরিয়া সাঁকোর উপরে উঠিলাম, যখন আমরা সাঁকোর উপরে জলাশয়ের ঠিক্ মধ্যস্থলে পৌঁছিয়াছি, তখন ভাবিলাম,—'এইবার নরাধমকে জলে নিক্ষেপ করি।' আমি

সজোরে উহাকে গলাধাক্কা দিলাম। পদস্খলিত হইয়া মিত্রবর সাঁকো হইতে নিপতিত হইলেন। ওঃ কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য দৃশ্য আমায় চমৎকৃত করিল! যে স্থানে এইমাত্র জলাশয় দেখিয়াছি, তথায় সমতল ক্ষেত্র দেখা দিল। আমার মিত্রবর সন্ন্যাসীর বেশধারী বন্ধু, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জ্যোতির্ম্ময় দেব পুরুষরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন। তাঁহার শিরোপরি জ্যোতির শিখা গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। আমি হতজ্ঞান! জানু পাতিয়া বসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে জিজ্ঞাসিলাম,—দেব! আপনি কে? আমি অল্পজ্ঞান প্রযুক্ত আপনাকে চিনিতে পারি নাই।

প্রভো! এ নরাধমের অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করুন। তখন জ্যোতির্ম্ময় দেবপুরুষ ভূতল হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে দাঁড়াইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "তুমি ভীত হইও না। আমি স্বর্গীয় দূত। তুমি শোক তাপে বিহ্বল হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করতঃ ধ্বংস পাইবার পথে অগ্রসর হইতেছ, দেখিয়া করুণাময় ঈশ্বর তোমার রক্ষার্থে আমায় প্রেরণ করেন"। তিনি আরো বলিলেন—

ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগীনঃ॥

এই মহাজনবাক্যে যে ষড়্ দোষের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তোমাতে তিনটী বিদ্যমান।

১। তুমি ঘৃণী* অর্থাৎ দয়ালু, পরের দুঃখে তুমি বিগলিত হইয়া আত্মহারা হও এবং আত্মার অশান্তির সৃষ্টি কর। পরের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইবে এবং মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু তদ্দর্শনে আত্মহারা হইয়া ঈশ্বরদত্ত অমূল্য নিধি আত্মাকে কষ্ট দিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইও না। দয়া অত্যধিক হইলে অর্থাৎ কষ্টদায়ক হইলে উহা দোষমধ্যে গননীয়।

২। তুমি অসন্তুষ্ট। ঈশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। সন্তোষ সর্ব্ব সুখের আকর। সকল অবস্থায় যাঁহার মন প্রফুল্ল থাকে, তিনিই ধন্য। শোকে তাপে মনকে অটল রাখিতে অভ্যাস করিবে।

খনিজ লৌহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া বৃহৎ লৌহখণ্ডোপরি সংস্থাপিত ও মুগুর দ্বারা পিষ্ট হওত অস্ত্ররূপে পরিণত হইলে, অনুর্ব্বরা ভূমির কণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া জমীতে সুফল ফলাইতে পারে, তদ্রূপ যে হৃদয় শোক তাপে দগ্ধীভূত ও যমদণ্ডাঘাতে পিষ্ট হইয়াছে, সেই মোহময় সংসারের বাধা বিঘ্ন কাটিয়া অন্তিমে মোক্ষ ফল ফলাইতে পারিবে।

৩। তুমি ক্রোধন অর্থাৎ অল্পেই ক্রুদ্ধ হও। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তোমার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং ক্রোধে তুমি দিশেহারা হইয়া যাও। এই তো তুমি ঈশ্বরের

* ঘৃণা জুগুপ্সাকৃপয়োঃ (মেদিনী)।
অর্থাৎ ঘৃণা শব্দে কৃপা ও জুগুপ্সা বুঝায়।

কার্য্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন ঘটনা ঘটিলে সাম্য ভাবে চিন্তা দ্বারা ন্যায় অন্যায় বিচার করিবে। ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ কোন গর্হিত কাজ করিয়া বসিলে, পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। ঐ যে, তিনি বলিতে লাগিলেন, গোদাবরী-তীরে এক ষোড়শ-বর্ষীয়া রমণী পতিহারা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল; তুমি তাহার অবস্থা দর্শনে জ্ঞানহারা হইয়া ঈশ্বরের নিন্দাবাদ করিয়াছিলে; আমি তদ্দর্শনে বলিয়াছিলাম, "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল বেশ হইয়াছে," সে পূর্ব্ব জন্মে আপন স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া পরপুরুষে রতা ছিল, এ জীবনে রমণী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফলে আজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবে। জীব নিজ কর্ম্মদোষে দুঃখ ভোগ করে তজ্জন্য কি মঙ্গলময় ঈশ্বর দায়ী ?

দ্বিতীয়তঃ—সেই যে গোপাল বাবুর প্রাসাদে গভীর রজনীতে এক রমণীর সহিত আমাকে বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া তুমি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলে এবং রমণীকে গোপালবাবুর রত্নাদি হরণ করতঃ গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইতে দেখিয়াছিলে। সে স্বপ্নে, সেই রমণী লক্ষ্মী। গরিবের ছেলে গোপাল ধনগৌরবে মত্ত ও আত্মাভিমানী এবং ইন্দ্রিয়দোষ ও পানদোষে কলুষিত হইয়া ধর্ম্মরাজ্য হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়ায়, উহাকে প্রদত্ত ধন সম্পত্তি হরণ করতঃ উহার অহঙ্কার বিচূর্ণ করিয়া উহাকে পূর্ব্বদশাপন্ন করা হইয়াছে। সেই রাত্রে তুমি পেঁচার ডাক শুনিয়াছিলে। লক্ষ্মী পেঁচাবাহনে গোপালের ভবন হইতে বহির্গতা হইলেন। তুমি দেখিলে, রমণী রত্নাদি লইয়া গোপালের ভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু লোকে দেখিল ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় গোপাল গরিব হইয়া পড়িল। এখন গোপালের সে ধন নাই; এখন গোপাল বিনয়ী ও ঈশ্বরপরায়ণ।

সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর মঙ্গলময়, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে বুঝাইবার জন্য এই সমস্ত তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়্‌রিপু যাহাতে আত্মাকে অধিকার করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে। সংসারের কাজ কর, পুত্র কন্যা প্রতিপালন কর; কিন্তু পার্থিব নশ্বর পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া পরম পিতাকে ভুলিও না। এ সংসার তোমাদের প্রবাসস্থান, অন্তিমে পিতার সদনে যাইবার পথ পরিষ্কার রাখিবে। ঐ দেখ তোমার অভীষ্ট দেবতা আকাশপটে আবির্ভূত," বলিয়া দূত অদৃশ্য হইলেন।

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আকাশপটে সৌম্যমূর্ত্তি পরম পুরুষের আকৃতি দর্শনে বিমোহিত হইলাম। সহসা আকাশবাণী হইল, "যাও বৎস! অদূরে তোমার শান্তি প্রবাস দেখিতে পাইবে; কিছুদিন তথায় বাস কর, পরে"—

এই সময়ে প্রস্ফুটিত কামিনীপুষ্পের

মধুপানে রত এক জোড়া ভ্রমর একযোগে আমার মস্তকোপরি পতিত হইল। আমার মন সেই দিকে গেল। আমাকে অন্য মনস্ক দেখিয়া চিন্তা সখী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

আমার সম্মুখে একটী চ্যুত বৃক্ষ। তদুপরি একটী কোকিল বসিয়া মধুর রবে দিক্ দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সহসা বামাকণ্ঠ নিঃসৃত করুণ স্বর আমার কর্ণগোচর হইল। সেই দিকে মনোনিবেশ করিলাম। বামা কোকিলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—

কে তুমি কাননে বসি কুহু কুহু রবে,
বিরহিণী বধিবারে গাহিছ গরবে?
চ্যুত তরু মুকুলিত, তব মন হরষিত,
বসন্তের চির সখা দুখ পেয়ে কবে.
তুমি কি বুঝিতে পার কেন কান্দি ভবে?
বহুদিন হতে পতি গেছে দেশান্তর,
দিবা নিশি তাঁর লাগি ব্যথিত অন্তর।
পিকবর! গাহিও না প্রেমমাখা গান,
জ্বলে যায় পুড়ে যায় বিরহিণী প্রাণ।"

উঠিয়া দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিলাম, আলুলায়িতকেশা, ছিন্নভিন্ন মলিনবেশা এক রমণী কান্দিয়া বন কম্পিত করিতেছে। ইনি কে, ইঁহার খেদোক্তির কারণই বা কি, জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। যদি প্রতিকারের কোন উপায় থাকে! বৃক্ষের অন্তরাল হইতে প্রকাশ্য স্থানে আসিলাম। এই কি সেই!—আমি যাহাকে সেই ঘোর অমা-নিশায় ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, এই কি আমার সেই প্রিয়তমা স্ত্রী! সে আজ এক যুগের কথা। যাই নিকটে গিয়া জানি।

রমণীর সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?" রমণী আমার দিকে নেত্র-পাত করিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলেন। আমি রমণীর শিয়রে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার ধূলায় লুণ্ঠিত মস্তক আমার উরূপরে স্থাপন করিলাম এবং কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাহার চক্ষে মুখে দিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে রমণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—"সন্ন্যাসী! আপনি আমার গুরু। যদি আমার স্বামীর পদতলে এইরূপ মস্তক লুটাইতে পারিতাম তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত।"

আমি বলিলাম, "তবে আমি সেই।" প্রিয়তমা আমার মুখপানে চাহিয়া আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। এবার অনেক যত্ন করিলাম, কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া চোখ মুখে দিলাম কিন্তু কিছুতেই চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, আর চেষ্টা করা বৃথা। জীবনান্তের সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হইল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে অসাড় হইয়া পড়িল। কমণ্ডলুর জল মুখে দিলাম, কর্ণে হরিনাম শুনাইলাম। আমি বুঝিলাম এই শেষ!

আমার বনে বাসই ঈশ্বরের অভিপ্রেত! আমি কেন আবার প্রিয়তমাকে পাইব, আমি কেন আবার গৃহী হইতে পারিব। যাই ফিরে বনে যাই।

এই বনে প্রিয়তমার দেহ রাখিয়া গেলে শৃগাল কুকুরে উহা ভক্ষণ করিবে, অতএব ইহার সংকার করিয়া যাই। বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক পুকুর ধারে একটী চিতা রচনা করিলাম। প্রিয়তমার দেহ পুকুরের জলে ধৌত করতঃ চিতার উপরে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি সংযোগে প্রবৃত্ত হইলাম।

তখন বনমধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—হতাশ হইও না, ক্ষণ তিষ্ঠ, তোমার হৃদয়াকাশে শান্তি সূর্য্য পুনরুদিত হইবে। হরিনামে বা কমণ্ডলুর জলে কোন ফল হইবে না। স্বামী নারীর পরম গুরু তোমার বাম পদ উহার বক্ষে স্থাপন কর। তোমার প্রিয়তমা সংজ্ঞা লাভ করিবেন।"

প্রিয়তমার দেহ চিতা হইতে ভূতলে স্থাপন করতঃ বনদেবতার আদেশ পালন করিলাম। প্রিয়তমা সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঠিয়া আমার গলদেশ ধরিয়া নয়ন জলে আমার পৃষ্ঠ প্লাবিত করিলেন, আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম। প্রিয়তমা আমাকে গৃহে লইয়া আমার ব্যাঘ্র চর্ম্ম দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং শুভ্র বস্ত্র পরাইলেন।

বাটীতে এবং পাড়ায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ বলে কাকা ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেহ বলে বাবা কেহ বলে মামা ফিরিয়া আসিয়াছেন। জনৈক প্রবীণা বলিলেন, আমাদের পালানে ফিরে এল। কনিষ্ঠা কন্যা বলিল, "কাকা সাবান আন," পড়সী ভ্রাতা সাবান আনিতে বাজারে গিয়া "দাদা ফিরিয়া ঘরে আসিয়াছেন, রাষ্ট্র করিয়া আসিল। সকলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিতে আমায় দেখিতে আসিল।

সাবান আনিত হইল। আমার এক যুগের যত্নে সঞ্চিত বিভূতি ও মাটী অঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত করা হইল। আমি দেখিলাম, এই আমার সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই পুকুর, সেই পরিবার এবং অন্য সকলেও দেখিল, এই সেই—

শ্রীবিপিনচরণ বসু।

দ্বারিকানাথ মিত্র।

দিন যায় দিন আসে, বসন্ত যায় বসন্ত আসে, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশের যে রত্নটি যায় সেটি আর আসে না; সেটি তো আসেই না, তাহার মতনও আসে না। রাজা রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, কেশব চন্দ্র সেন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রমেশ মিত্র, মনমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, প্যারি চাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানী, মোহন লাল, নন্দকুমার, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, (আর কত নাম করিব?) প্রভৃতি যে কত রত্ন গেল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু যে সকল রত্ন গেল তাহার সমতুল্য একটী

রত্নও পাওয়া গেল না। যাহার স্থান শূন্য হয়, তাহার স্থান আর পূর্ণ হয় না। অসাধারণ প্রতিভাশালী, বহু গুণালঙ্কৃত বিচারপতি দ্বারিকানাথ অনেক দিন হইল ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় দ্বারিকা নাথ কেহই হয় নাই। এমন ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান্, তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ কয়টা জন্মে? পাঠক মহাশয় আসুন, আমারা একবার এই অসাধারণ নরপুঙ্গবের—জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর বাঙ্গালী পুরুষের—জীবনচরিত লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করি।

সুপ্রসিদ্ধ দ্বারিকানাথ মিত্র, হুগলী জেলার অন্তর্গত আগুন্‌শী গ্রামে কুলীন কায়স্থ বংশে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছয় বর্ষকাল কলিকাতা হাইকোর্টের জজিয়তী করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ধনবান্ বলিয়া গণ্য ছিলেন না, কিন্তু নানাবিধ গুণে ও কারণে সমাজে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল। মিত্র মহাশয়ের অভ্যুদয়কালে এনট্রান্স, এফ এ, বি, এ, প্রভৃতি পরীক্ষার সৃষ্টি হয় নাই। সে কালে জুনিয়ার ও সিনিয়র নামক দুই প্রকার পরীক্ষা ছিল, সিনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হইত। হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি উভয় পরীক্ষায় যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। সে কালে এই পরীক্ষাদ্বয় ব্যতীত আর একটা কঠিন পরীক্ষা ছিল; কলেজে না পড়িয়া সেই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইত, তাহার নাম লাইব্রেরী একজামীনেশান। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ এই পরীক্ষা দিবার অধিকারী হইত না। পরীক্ষক মহাশয়েরা যে কোন প্রসিদ্ধ-গ্রন্থকারের গ্রন্থ মধ্য হইতে প্রশ্ন করিতে পারিতেন; যতগুলি প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহার ষোল আনার মধ্যে বার আনা রকম উত্তর দিতে পারিলে ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইতেন। দ্বারিকানাথ এই পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হয়েন এবং জুনিয়ার, সিনিয়র ও লাইব্রেরি পরীক্ষা ত্রয়ে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া ঘোষিত হয়েন ধ্যানমগ্ন যোগী পুরুষের ন্যায় বাবু দ্বারিকানাথ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাল গ্রন্থাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন, অথচ তিনি গ্রন্থকীট ছিলেন না অথবা ক্রমাগতঃ অধ্যয়ন জন্য দেহকে রোগপূর্ণ করেন নাই। তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি প্রায় তিন চারিটা বড় বড় লাইব্রেরিস্থ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন কত যে পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সমস্ত প্রকাণ্ড ওয়েবেস্‌টার ডিক্‌শনারী (অভিধান) খানা তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল; দ্বারিকানাথ নিকটে থাকিলে অভিধান দেখিবার আর কাহারও প্রয়োজন হইত না। জুনিয়ার পরীক্ষায় পাশ হইয়া তিনি ১০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন এবং বার মাসের মধ্যে সিনিয়ার পরীক্ষায় সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া উত্তীর্ণ হয়েন (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)। এই

কঠিন পরীক্ষায় যতগুলি প্রশ্ন ছিল, তাহার মধ্যে একটী প্রশ্নের নাম এই—Write an essay on, "what man has done man may do." অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং কোন প্রকার পুস্তক সম্মুখে না রাখিয়া দ্বারিকা নাথ এই বিষয়ে এমন এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে তাহা পাঠ করিয়া সমস্ত সাহেব সম্প্রদায় তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী যুবা বলিয়া প্রশংসিত করেন, তখন মিত্র মহাশয়ের কুড়ি বৎসর ৭ মাস মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Educational Report এ এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং হিন্দু কলেজের তদানীন্তন ভুবনবিখ্যাত অধ্যাপক ডি, এল্ রিচার্ডসন সাহেব ইহা পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বিলাতের অক্স্ফোর্ড কলেজের ছাত্র এরূপ সুন্দর ইংরাজী ভাষায় এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারে কিনা সন্দেহ।" ঐ প্রবন্ধে প্রথমে দ্বারিকা নাথ কবি লংফেলোর Lives of great man all remind us এবং ওয়ার্ডশয়োয়ার্থ কবির Not fortune's slave is man ইত্যাদি কবিতা motto স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তিরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তৎকালের Literary gazette নামক সাহেব-সম্পাদিত ইংরাজি মাসিক পত্রে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ;—"দ্বারিকা নাথ মিত্র, সরস্বতীর বর পুত্র।" হুগলী কলেজের প্রিন্সিপালমহাশয় বলিয়াছিলেন, Dwarkanath is the son of the East. দ্বারিকা নাথের মৃত্যু সমাচার যখন কলিকাতায় পৌঁছে, তখন হাইকোর্ট, মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে বন্ধ ছিল। বিচারালয় খুলিলে পর, অনারেবল বিচারপতি লুই জ্যাক্শন সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ দিলাম। ইহাতে দ্বারিকানাথ সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

বক্তৃতার অনুবাদ।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে আমাদের সহযোগী ভ্রাতা দ্বারিকানাথের মৃত্যুতে আমি আপনাদের সম্মুখে হাইকোর্টের সমস্ত জজের গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভ্রাতা দ্বারিকানাথ মিত্রের অকাল মৃত্যুতে হাইকোর্ট এবং জনসাধারণ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা বর্ণনার অতিরিক্ত। তাঁহার পরলোক গমনের কুসংবাদ আমি জজদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে নিতান্ত মর্ম্মবেদনার সহিত ঘোষণা করিয়া তাঁহার পরিবারস্থ জনবর্গের সহিত সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। আমি দ্বারিকানাথের বক্তৃতায় বহুবর্ষকাল হইতে মুগ্ধ। তিনি আমার অনেক দিনের বন্ধু এবং এই বিচারালয়ে তিনি ও আমি একত্রে বসিয়া কার্য্য করিতেছিলাম। এমন প্রতিভাশালী, গুণবান্ ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ, বাঙ্গালীর মধ্যে আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যেমন সুগণ্য পণ্ডিত, তেমনি সুদক্ষ উকিল এবং তেমনি প্রসিদ্ধ

বিচারক। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মিত্র মহাশয় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া গণ্য হয়েন। এমন প্রতিভাশালী, সুযোগ্য ও প্রতাপশালী উকীল প্রায় দেখা যায় না। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর দ্বারিকা নাথ বাবুকে জজের পদে নির্ব্বাচিত করেন এবং বিলাত হইতে তাহা মঞ্জুর হইয়া আইসে। আমরা সার্দ্ধ ছয় বৎসর কাল মাত্র তাঁহার সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবেশন করিয়া জজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এই ছয় বর্ষ কাল মধ্যে তিনি যে অসাধারণ যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ভারতবাসী বা বাঙ্গালী জাতির গৌরব নহে, পরন্তু সমস্ত সভ্যজাতির সুশিক্ষার সৌরভ বলিয়া চিরদিন গণ্য হইতে থাকিবে। তিনি হাইকোর্টের অলঙ্কার ছিলেন, জজ ও ব্যবহারাজীবিগণের তিনি মূল্যবান্ ভূষণ ছিলেন। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে কেমন নররত্ন জন্মের উৎপত্তি হইতে পারে, দ্বারিকা নাথ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওকালতীতেও তিনি অসাধারণ হইতে অসাধারণ ছিলেন। কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মোকর্দ্দমায় তিনি আশ্চর্য্য দক্ষতা, পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। The great chastity case নামক বিখ্যাত মোকর্দ্দমায় তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ইউরোপেও যথেষ্টরূপে প্রশংসিত হইয়া গিয়াছে. অথচ অল্প বয়সে দ্বারিকানাথ ভবধাম হইতে লীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অতুল অধিকার ছিল, অনেক ইংরাজ এত সুন্দররূপে তাহাদের মাতৃভাষাকে কহিতে বা লিখিতে পারে না। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং সত্যের ঘোরতর পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধীনে অনেক প্রকার চাকুরী খালি থাকিত, কোন কারণে এইরূপ বহু খালি পদের প্রার্থিগণের দরখাস্তগুলি গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। দ্বারিকানাথের অনেক কুটুম্ব, বন্ধুসন্তান ও পরিচিত লোক ঐ সকল পদের প্রার্থী হইয়া আবেদক হইত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দ্বারিকানাথ আমার এত বড় বন্ধু হইয়াও কখন কাহারও আবেদন গ্রাহ্য করিতে আমাকে অনুরোধ করেন নাই। তিনি ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন এবং আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে তিনি বিশেষরূপে ভূষিত ছিলেন।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বিদুরের খুদ।

(মহাভারতের কথা।)

দ্যূতপরাজিত পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস উত্তীর্ণ হইলেন। বিরাটরাজের ভবনে রাজকুমারী উত্তরার সহিত অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইল। সেই বিবাহক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডব, সপুত্র দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ ও অন্যান্য রাজগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবেরাই সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, বিরোধ পরিহারের জন্য, পাঁচখানি মাত্র গ্রাম লইয়াই, কৌরব-গণের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। তাঁহার তাদৃশ স্বার্থত্যাগে সকলেই বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগি-লেন। যাহাতে জ্ঞাতিবৈরে অসংখ্য লোক-সংহার না হয়, যুধিষ্ঠিরের তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কুরুসভায় গিয়া, ঐরূপ সন্ধি-প্রস্তাবের ভার, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধিপ্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, সংবাদ পাইয়া, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের জন্য বিপুল আয়োজন করি-লেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনপথ বিবিধ উপচারে সজ্জিত হইল। সুবিস্তীর্ণ মার্গের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ, বিচিত্র তোরণাবলী, ধ্বজ-পতাকা ও যান বাহনাদি স্থাপিত হইল। পথের স্থানে স্থানে সর্ব্বভোগসম্পন্ন অপূর্ব্ব বিশ্রামশালা নির্ম্মিত হইল। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আমোদ ও উৎসবের ব্যবস্থা হইল। যান, বাহন, বস্ত্রালঙ্কার, মণিমাণিক্য প্রভৃতি প্রলোভনসামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র কোনও উপায়েরই ত্রুটি করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ আগতপ্রায় জানিয়া, কৌরবগণ সপরিবারে রাজপুরীর বহির্দ্বারে পূজোপ-হার লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনমাত্র সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা, যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া, সুসজ্জিত রাজভবনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া, রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর অভিবাদন, আলি-ঙ্গন, কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি শিষ্টাচার অনুষ্ঠিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন ;—আপনি এ কুরুকুলের পরমাত্মীয়। সম্পর্কে পাণ্ডবেরা ও আমরা আপনার তুল্য আত্মীয়। আপনি যখন পাণ্ডবগণের অন্ন সাদরে ভোজন করেন, তখন আমাদের অন্নও আপনাকে ভোজন করিতে হইবে। প্রত্যাখ্যান

করিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য-মুখে কহিলেন ;—সত্য বটে, আমি উভয় পক্ষেরই আত্মীয়, কিন্তু এ জগতে অন্ন ভোজনের দুইটী মাত্র স্থল আছে। প্রথম —প্রীতিদত্ত অন্ন, এবং দ্বিতীয়—আপদন্ন (১)। অর্থাৎ অন্যের প্রীতিদত্ত অন্ন ভোজন করিবে, এবং যখন অনশনে মৃত্যু উপস্থিত, সে অন্ন ভিন্ন প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই, তখন অন্যের সে অন্ন ভোজন করিবে। ইহার নাম আপদন্ন। হে রাজন্! আমি পাণ্ডবের সখা বলিয়া, আমার প্রতি আপনার আন্তরিক প্রীতি নাই। আর, আমি এক্ষণে এমন কোনও বিপদেও পড়ি নাই, যে, আপনার অন্ন ভোজন না করিলে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে। কৃষ্ণের অখণ্ড্য যুক্তিযুক্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন নীরব হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদির দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। কারণ, তাহারা কৃষ্ণের জন্য আহৃত সমস্ত ভক্ষ্য-পানীয়ে সুতীব্র গরল গোপনে মিশ্রিত করিয়াছিল। তাহারা জানিত যে, কৃষ্ণ সহায় বলিয়াই পাণ্ডবদিগের এতদূর প্রভাব। কৌশলে কৃষ্ণকে নিপাতিত করিলেই, বিজয়লক্ষ্মী তাহাদের হস্তগত হইবে। কিন্তু বিশ্বচক্রীর চক্রে যে, দুষ্টের চক্রান্ত চূর্ণ হয়, একথা তাহারা জানিত না।

এইরূপে সেই দীনদয়াল, ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, দুর্য্যোধনের প্রদত্ত দুর্লভ রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া, দরিদ্র বিদুরের গৃহে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, এবং, তদীয় ভক্তিদত্ত-শাকান্ন ভোজন করিয়া অতুল তৃপ্তি লাভ করিলেন। তদবধি "বিদুরের খুদ" বলিলে ভক্তের অন্ন বুঝায়। ভক্ত ভগবানের এবং ভগবান্ ভক্তেরি। অভিমানে ত্রিদিবের সুধা ঢালিয়া দিলেও, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না।

(১) "সম্প্রীতিভোজ্যান্যন্নানি আপদ্‌ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সম্প্রীয়সে রাজন্! ন চৈবাপদ্গতা বয়ম্॥"
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৯১ অধ্যায়)

প্রমাণ-পঞ্জী।

(প্রাচীন ভারতের শিল্প বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

বৌধায়ন সূত্র। আর্য্য হিন্দুগণের পঞ্চনদ প্রদেশে রাজ্য বিস্তার কালের অব্যবহিত পরে গ্রীক পণ্ডিত পিথোগরাসের প্রায় সমসাময়িক প্রাচীন ভারতের আদি সূত্রকার বৌধায়ন আবির্ভূত হয়েন। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীকে অনেকে বৌধায়নের আবির্ভাব কাল বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

বৌধায়ন সূত্রে তৎকালীন দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য ও বিদ্যামন্দিরাদির বিবরণ ও দাক্ষিণাত্যের বিশেষ বিশেষ বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্টে বৌধায়নকে অনেকে আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার বিশিষ্ট সম্ভ্রম থাকা সত্বেও দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্য যে প্রদেশবাসী হউন না, তিনি যে একজন আদি সূত্রকার তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই বৌধায়ন সূত্রের যে স্থলে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ বিশেষ বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ আছে সেই স্থলের সংক্ষিপ্তানুবাদ হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক একটী প্রয়োজনীয় প্রমাণ দর্শাইতেছি,—

বৌধায়ন বলিতেছেন,—পাঁচটী বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণে ব্যবহারিক প্রভেদ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণের প্রথার উল্লেখ করিতেছি ;—

(৪) "উত্তরের প্রথা এই যে পশুলোম ব্যবসায়, মদ্যপান, দন্তযুক্ত পশু বিক্রয়, অস্ত্র বিক্রয় এবং সমুদ্রগমন আদৌ নিষিদ্ধ নহে।" (বৌধায়ন—১ম, ১২,)

এইবার প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অকাট্য প্রমাণসমূহ উপস্থিত করিব। পুণ্যতোয়া সরস্বতী ও দৃষদ্বতী মধ্যবর্ত্তী আর্য্যজাতির শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র যে ব্রহ্মাবর্ত্তে সুখময় আর্য্য-শান্তি-নিকেতন নির্ম্মিত হইয়াছিল, পৃথিবীর সেই আদিম সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্মের বিমল পরিমল পূরিত, সুকণ্ঠ বিহঙ্গগণের মধুর কাকলীধ্বনিত, সুমিষ্ট সলিলসিক্তি উর্ব্বর সমতল পরিবৃত, সবুজ গালিচা বিছান শ্যামল শস্যক্ষেত্রের অপরূপ দৃশ্যময় পরম পবিত্র কুটীরমালাপরিবেষ্টিত স্থান,—যেখানে যোগমগ্ন ঋষিকুলকণ্ঠ-নিঃসৃত "সত্যং শিবং সুন্দরম্" রূপ অশ্রুতপূর্ব্ব উদাত্ত ধ্বনি মানবজাতিকে সর্ব্বপ্রথম চমৎকৃত ও উন্মাদিত করিয়াছিল, সেই আর্য্য মহাপুরুষগণের পুণ্যমন্দিরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিকাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য্য উপনিবেশের অব্যবহিত পরেই বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সংহিতাযুগের প্রারম্ভেই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার জন্মাহ্ন সূচিত হয়।

সেই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তদীয় ব্যবহারকাণ্ডে বলিতেছেন।

"সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম
কুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বা সাম্বিদা
কৃতৌ" । ২৬২॥

যে সকল ব্যবসায়ী লাভের জন্য মিলিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রদত্ত অংশানুযায়ী ও লিখিত নিয়মানুসারে লাভালাভের অংশী হইবেন। ২৬২॥

"প্রতিসিদ্ধমনাদিষ্টং প্রমাদাদ্ যচ্চ
নাশিতম্।
স তদ্দদ্যাৎ বিপ্লবাৎ চ রক্ষিতাৎ দশমাং
শভাক্।" ২৬৩॥

কোম্পানীর অংশীদারগণের কেহ সাধারণের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া অথবা সাধারণের অনুমতি অতিক্রম পূর্ব্বক অথবা

সতর্কতার অভাবে কোন ক্ষতির কার্য্য করিলে, সেই ক্ষতি তিনি স্বয়ং পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। আর যিনি কোম্পানীর দ্রব্যাদি কোন বিশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তিনি অতিরিক্ত দশমাংশের একাংশ অতিরিক্ত লাভ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। ২৬৩॥

"অর্ঘপ্রক্ষেপণাৎ বিংশং ভাগং শুল্কং নৃপো-হরেৎ।
ব্যাসিদ্ধং রাজযোগ্যঞ্চ বিক্রীতং রাজগামি-তৎ।" ২৬৪॥

রাজা পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারক বলিয়া বিক্রীত দ্রব্যের লাভাংশ হইতে বিংশতি অংশের একাংশ শুল্কস্বরূপে লইবেন। রাজা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ পণ্য অথবা রাজযোগ্য উত্তম দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনিলে তাহা স্বয়ং রাজা গ্রহণ করিবেন। ২৬৪॥

"মিথ্যা বদন্ পরিমাণং শুল্কস্থানাৎ অপা-সরন্।
দাপ্যস্বষ্টগুণং যশ্চ স ব্যাজক্রয়বিক্রয়ী॥"
২৬৫

পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী এবং মাশুল আদায়ের স্থান হইতে পলায়নকারী ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি পণ্য দ্রব্য সমূহ অপরাপরকে প্রতারণাপূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় করে, পণ্য সামগ্রীর মূল্য হইতে তাহার আটগুণ দণ্ড হইবে। ২৬৫॥

"তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্‌দাপ্যঃ পণান্‌ দশ।
ব্রাহ্মণ প্রাতিবেশ্যানাং এতদেবানিমন্ত্রণে।"
২৬৬॥

যৌতুক আদায়কারী স্বল্পোৎপন্ন পণ্যের শুল্কে হস্তার্পণ করিলে এবং সামর্থ্য সত্ত্বে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণে আহ্বান না করিলে তাহার পক্ষেও উপরোক্ত পরিমাণে দণ্ডের ব্যবস্থা। ২৬৬॥

"দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদ-বান্ধবাঃ।
জ্ঞাতয়োবা হরেয়ুস্তদাগতোস্তৈর্বিনানৃপঃ।"
২৬৭॥

যৌথ-ব্যবসায়িগণের মধ্যে কোন অংশী দেশান্তরে চলিয়া গেলে, অথবা দেশান্তরে যাইয়া নিরুদ্দেশ হইলে বা ফৌৎ হইলে, সেই অংশীদারের পুত্রপ্রমুখ দায়াদগণ, মাতুল প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন বা জ্ঞাতি বন্ধু সকল, অথবা তদভাবে কৃত্রিম বন্ধু (অর্থাৎ ব্যবসায়ের অংশিগণ) এবং ইহাদের সকলের অভাবে স্বয়ং রাজাই ঐ ব্যক্তির ব্যবসায়ে ন্যস্ত অর্থ সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী হইবেন। ২৬৭॥

"জিহ্মাং ত্যজেয়ুর্নির্লাভং অশক্তোঽন্যেন কারয়েৎ।
অনেন বিধিরাখ্যাত ঋত্বিককর্ষককর্ম্মি-ণাং।" ২৬৮॥

যৌথ ব্যবসায়ের অংশীগণ বঞ্চক অংশীদারকে, লাভের অংশ ত আদৌ দিবেন না, অপরন্ত তাহাকে ব্যবসায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। কার্য্যভার প্রাপ্ত অংশীদার স্বয়ং সকল কার্য্যের পরিদর্শনে অক্ষম হইলে অপর কোন যোগ্যতম কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই কোম্পানীর দৃষ্টান্ত

দ্বারা ঋত্বিক কৃষিজীবী ও শিল্পকর্ম্মোপজীবিদিগের নিয়মও উল্লেখ করিলাম। ২৬৮ ॥

এখন ভারতবাসীর যৌথ ব্যবসায়ের সংবাদ শুনিলে পাশ্চাত্য জাতি ঘৃণার সহিত faliure, faliure চীৎকারে, আত্মস্তরিতার নিনাদে গগন বিদীর্ণ করে;—নিয়তই তাহার বিনাশের কামনায় নৈরাশ্য ব্যঞ্জক আক্ষেপের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। আবার ভারতবাসীকে প্রভুগণের কায়মনোবাক্যের প্রার্থনাও অভিসম্পাতের শিরে পদাঘাত পূর্ব্বক যোগ্যতার সহিত যৌথ কারবার চালাইতে দেখিয়া গাত্রদাহে সততই তাহার বিঘ্নোৎপাদনে ও সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় উদ্ভাবনে (৫) সতত সচেষ্টও দেখিতে পাওয়া যায়। ধন্য প্রভুগণের অপার লীলা! তোমরাও মস্ত অহম্মুক,—অতি বড় নিরেট মূর্খ,—তাই তাহাদের শ্রীমুখের বচনে, তাহাদের বদনকমলনিঃসৃত গালিমন্দে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ হও। তোমার প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষগণ, প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণ যাহাদিগকে তোমরা our-fathers fools প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া থাক, তাহারাই যৌথ ব্যবসায়ে যে বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে, তাহার অমর্য্যাদায়, শিক্ষার দোষে, গোলামীর লোভে, প্রতীচ্যের পদলেহনে জীবন ও জন্ম সার্থক জ্ঞান কর। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় প্রাচীন ভারতের যৌথ ব্যবসায় বিষয়ক প্রাপ্ত পর্য্যাপ্ত প্রমাণ কি তোমার পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাণিজ্য বিষয়ক ভূয়সী উন্নতি ও বহুল বিস্তৃতির পরিচায়ক নহে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিয়াছেন;—"দ্বিজসেবা শূদ্রের ধর্ম্ম; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে বাণিজ্য করিতে পারিবে, অথবা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে ইত্যাদি। (১।১২০) ইহা দ্বারা জানা যায় তৎকালে শূদ্রজাতি মাত্র ব্রাহ্মণগণের সেবাদাস ছিলনা, পরন্তু তাহারা শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য সকল সম্পাদনও করিত।

আরও তোমরা প্রতীচ্য জাতির যৌথ ব্যবসায়ের উপযোগী দৃঢ়তা, অধ্যবসায়শীলতা, বিশ্বস্ততা, কার্য্যকরীবুদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি তদ্বিষয়ক বিধিনিয়মাদির সুশৃঙ্খলতার বিবরণ, শ্রবণ ও পাঠ করিয়া বিস্ময়সহকারে তাহার বিশিষ্ট প্রশংসা বাদে রসনা পরিতৃপ্ত কর; কিন্তু তোমারই পূর্ব্বতন আর্য্য পিতৃপিতামহগণের সততা, সত্যপরায়ণতা, পরিশ্রমশীলতা, মিতব্যয়ীতা, যৌথ কারবারের নিয়মপ্রণালী ও

(৫) If private farms conducted their business in this way there would be soon an end o England's commercial supremacy. — D. Graphia — স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে বিলাতের এই দৈনিক প্রভু এই সতর্কতায় দৈববাণী করিয়াছিলেন। প্রভুর সেই আতঙ্কাশঙ্কার গণনা এতদিনে সফল হইয়াছে।

সজীব কর্ম্মশীলতার দিকে ভ্রমেও চাহিয়া দেখ না। কি স্থলপথে কি জলপথে সুসভ্য আর্য্যহিন্দুগণের বাণিজ্যশকট ও মনোহর শিল্পপণ্যপূরিত শতপতত্রবিশিষ্ট, শতাধিক দাঁড় যুক্ত বিশাল তরণী সমূহ উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া দূরবর্ত্তী দেশ দেশান্তরে চালিত হইত। ফিনিসিয়া, মীসর; গ্রীস, তুরস্ক, জর্ম্মাণি, বলিভিয়া, পুরুভিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মার্কিন মুলুকের সর্ব্বত্রই প্রাচীন হিন্দুগণের বাণিজ্যতরণী যতায়াত করিত। ক্রমশঃ তাহার বহুল প্রমাণ দর্শাইব। স্বদেশের অতীত যুগের শিল্প বাণিজ্যেতিহাস পাঠ করিলে তোমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের বিষয় উপলব্ধি হইবে। তোমাদের এখন সুমতি হইয়াছে শুনিয়াছি, তাই আমরা এ হেন দুঃসাহসীকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; মান্ধাতার যুগের কীটদষ্ট ছিন্ন ভিন্ন ও জীর্ণ দলিলগুলি দর্শাইতে সাহসী হইয়াছি। তোমরা এখন তামাদী দলিল দস্তাবেজের খোজ লইতেছ;—প্রাচীন ভারতের উপর আপতিত বিভিন্ন বিধর্ম্মীগণের পদাঘাতে বিদলিত, পাশব উৎপীড়নে ও ভীষণ-অত্যাচারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিপ্লব হুতাশনের দিগ্‌দাহী সমাধানে ভস্মীভূত জাতীয় ইতিবৃত্ত ভাণ্ডার, জাতীয় অনুশাসন সংহিতার ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ;—দেখিয়া আমরাও সেই স্তূপীকৃত চিতা ভস্মরাশির অন্তরালস্থিত তেজোবহ্নির পাংশুমণ্ডিত স্ফুলিঙ্গগুলির কতিপয় সংগ্রহ পূর্ব্বক তোমাদের আগামী উন্নতি ও উত্থানের ক্ষুরধার কর্ত্তব্যমার্গে অগ্রবর্ত্তী হইতে সহায়তা করিব।

গোভিলগৃহসূত্র দশম কাণ্ডের উপনয়ন ব্যবস্থায় বলিয়া দিয়াছেন;—

"ক্ষৌম শাণঃ কার্পাসোর্ণান্যেষাং বসনানি"

যাহাদিগের উপনয়ন দেওয়া হইবে তাহাদিগের পরিধেয় বসন, ক্ষৌম, শাণ, কার্পাস * ও উর্ণাজাত হইবে। আর্য্য হিন্দুগণের ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপনের স্বল্পকাল পরেই গোভিল গৃহসূত্র বিরচিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও গোভিল গৃহসূত্র প্রায় সমবয়স্ক। তৎকালীন বস্ত্রশিল্পের ইহা অপেক্ষা বিশিষ্ট পরিচয় আর কি থাকিতে পারে? উক্ত সূত্র পুনরপি বলিতেছেন,—"রমণীগণ তাঁহাদের শরীরের আবরণ পরিচ্ছদ বা পোষাকের উপর সর্ব্বদা একখণ্ড ওড়না বা বহিরাবরণ ব্যবহার করিবেন।" তৎকালে যে বস্ত্রশিল্প বিষয়ক বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যায়। এক্ষণে বাণিজ্য বিষয়ক আর একটী প্রমাণ গ্রহণ করিব। ঐ সূত্রের একাদশ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে রাজ ধর্ম্ম পালন বিষয়ক উপদেশ পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে;—

"কর্ষক বণিক পশুপাল কুসীদে কারবঃ
স্বে স্বে বর্গে।"

কৃষকগণ, বণিকগণ, পশুপালকগণ, কুসীদ ব্যবসায়িগণ ও শিল্পজীবিগণ, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবে। গোভিল ঋষির প্রমুখাৎ

তৎকালীন শিল্প বাণিজ্যের প্রমাণ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম।

বেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের "মনুর্বৈযৎ কিঞ্চিৎ বদৎ তদভেষজং ভেষজতায়াঃ" মন্ত্র মনুকে বৈদিক কালের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া পরিচয় দেয়। পণ্ডিতবর্গের আবার নানা মত। কেহ বলেন উহা প্রক্ষিপ্ত। কেহ কেহ বলেন মনু ঝুড়ি ঝুড়ি ছিল। যত মনুই থাকুন আমরা এইবার সংহিতাকার মনুকে সাক্ষ্যমঞ্চে উপস্থিত করিব। মনুর সুদীর্ঘ এজাহার আমাদের বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপে গণ্য হইবে। মনুসংহিতার ৮।১।১৫ বিচার বিষয়ক উপদেশ পত্রে লিখিত হইয়াছে ;—

"তেষামাদ্যমৃণাদানং নিঃক্ষেপোহ স্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্ত স্যানপকর্ম্ম চ ॥ ৪
বেতান সৈবচা দানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয় বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামি পালয়োঃ॥ ৫"

প্রজাগণের মধ্যে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদের মধ্যে পাঁচ জনে সম্মিলিত হইয়া বাণিজ্য কার্য্যানুষ্ঠান, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনুতাপাদির বিবাদ ভঞ্জন বা বিচার প্রসঙ্গের সংপরামর্শ দেখিয়া সে সময়ের যৌথ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নিঃসন্দিহান হইতে হয়।

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈক কারয়েৎ কর্ম্মং মাসি মাসি মহীপতিঃ॥"

বেদাধিকারী আর্য্য বৈশ্যগণ বিলাসপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যবসায় ও শিল্প-কার্য্য বৈশ্য হইতে ভিন্নতর শঙ্কর জাতিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতে চলিল। আর্য্যগণ তখন আত্মিক জগতে চিত্ত পরিচালনের অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শিল্প ব্যবসায়ের কার্য্য পরিচালনের ভার শঙ্কর জাতিগণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে মনুর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক বর্ণনায় আর্য্য হিন্দুগণের সাগর পারে যাওয়া নিষিদ্ধ প্রবাদের প্রতিবাদ করিব ;—

সমুদ্র যান কুশলা দেশ কালার্থ দর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সাতত্রাধিগমং প্রতি॥" ৮।১৫৭॥

যাঁহারা সমুদ্র ও স্থলপথে বিদেশে যাইয়া ব্যবসা করিতে পটু এবং কোন্ দেশে কিরূপ সময়ে যাইলে কি পরিমাণে লাভ হইবে ইহা উত্তমরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাতায়াতের জন্য যানাদির যেরূপ ভাড়া নিরূপণ করিবেন যান স্বামী তাহাই পাইবেন। সমুদ্র পথে বহির্বাণিজ্য বিষয়ক বিবরণে আশ্বস্ত হইলাম। পরন্তু বিদেশের স্থানে স্থানে গিয়া কোথায় কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার মূল্যের ক্রম নিরূপণ প্রস্তাব প্রতীচ্য জাতির উদ্ভাবিত বলিয়া তোমরা যে ভ্রান্ত ধারণার পোষণ করিয়া আসিতেছ, তাহাকে দূরীভূত করিয়া দাও এবং তাহার প্রাচীনতা বিষয়ে অভ্রান্ত হও। অতি প্রাচীন কালে, মনুর সময়ে, আর্য্যশিল্পবাণিজ্যের উন্নতযুগের উপরি কথিত সাধু

প্রসঙ্গগুলি পাঠ করিয়া তৎকালীন ব্যবসায়িগণের উপর মন্থর রাজকর নির্দ্ধারণ বিষয়ক শাসন বাক্য অবধারণ করিবে আইস ;

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম ।
যোগ ক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎ
করান্॥ অঃ—৭—১২৭ ।
যথা ফলেন যুজ্যতে রাজা কর্ত্তাচ কর্ম্মণাম্ ।
তথা বেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং
করান্॥" অঃ—৭—১২৮ ।

বাণিজ্য দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য, পাথেয়, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির ব্যয় ও সে কারণ বণিকগণের আহারাদির ব্যয় এই সকল ব্যয় হিসাব করিয়া (খতাইয়া) নিশ্চিত লাভ বিবেচনাপূর্ব্বক বণিকগণের নিকট কর গ্রহণ করিবেন। রাজা স্বয়ং ও ব্যবসায়ী বণিক উভয়ে যাহাতে স্ব স্ব কর্ম্মের উপযুক্ত ও যথার্থ ফল লাভ করিতে পারেন রাজা সর্ব্বদা সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে কর-স্থাপন করিবেন। আবার বণিকগণের নিকট গৃহীত শুল্কের পরিমাণ ও তাহার সদ্ব্যয়ের সংবাদ গ্রহণপূর্ব্বক মন্থর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠারও কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব ;—

"আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধিক্ষয়াবুভৌ ।
বিচার্য্য সর্ব্বপণ্যাণাং কারয়েৎ ক্রয়
বিক্রেয়ৌঃ ॥ ৪০১ ।
"পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেঽথবা গতে ।
কুর্ব্বীত উচ্যাং প্রত্যক্ষমর্থ সংস্থাপনং
নৃপঃ ॥ ৪০২
"তুলমানং প্রতীয়মানং সর্ব্বঞ্চস্যাং স্বলা-
ক্ষতং ।
ষটস্বষ্ট স্বচ মাসেষু পুনচরব পরীক্ষয়েৎ ॥"
৪০৩
অঃ—৮—

দেশের রাজা শিল্পজাত ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী সমূহের আগম ও নির্গমের দূরতা এবং দ্রব্যের প্রয়োজন অনুসারে মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরিমিত শুল্ক গ্রহণ করিবেন। গৃহীতশুল্ক বাণিজ্যের আসার প্রসারের পথে বিঘ্নোৎপাদন করিতে না পারে এবং উহা প্রজাপালনে ব্যয়িত হইবে। তখনকার সুশাসন ও কর সংস্থাপন নীতির শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য উপলব্ধি কর। তৎকালিক সমাজের কার্য্য বিভাগ বিষয়ক ব্যবস্থায় মনু বাণিজ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ;

"পশুণাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন নেব চ ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি নেব
চ ॥" ১ম অধ্যায়—৯০ ।

পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম,—বৈশ্যদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। মনুর সময়ে বস্ত্রশিল্পের একটু পরিচয় লওয়া যাউক ;—

"কার্ষ্ণ রৌরব বাস্তানি চর্ম্মানি ব্রহ্মচারিণঃ
বাসীরন্নানুপূর্ব্বেন শান ক্ষৌমাবিকানি চ ॥
৪১—২য় অধ্যায় ।
"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ ।
শণ-সূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক
সৌত্রিকম্ ॥ ৪৪—২য় অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পরিধেয় শণবস্ত্র, উত্তরীয় কৃষ্ণসার চর্ম্ম ; ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর পরিধেয় ক্ষৌমবস্ত্র উত্তরীয় রুরু নামক মৃগ চর্ম্ম। ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রে, এবং বৈশ্যের মেষ সূত্রে নির্ম্মিত হইবে। মনুর সময়ে শিল্প চর্চ্চাও যে মন্দ ছিল না তাহাও তাঁহার বচনে অপ্রতুল নাই ;—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
১৫৭—২য় অধ্যায়।

"গোঽশ্বোষ্ট্র-যান প্রাসাদ-স্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলা ফলক নৌষু চ॥
২০৪—২য় অধ্যায়।

"স্ত্রীয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥
২৪১—২য় অধ্যায়।

"শিল্পেন ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপ-সেবয়া॥" ৬৪—৩য় অধ্যায়।

বেদবিহীন ব্রাহ্মণ কাষ্ঠময়হস্তী অথবা চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ তুল্য। মনুর এই অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্য বিষয়ে আলোচনা করিলে তৎকালিক শিল্প বিষয়ক একটু পরিচয় পাওয়া যায়। শিষ্য গোযানে, অশ্বযানে বা উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের ন্যায় উচ্চ প্রদেশে, প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাঙ্গনে, তৃণ নির্ম্মিত বৃহদাসনে, শিলাতলে, কাষ্ঠময় আসনে অথবা নৌকায় গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারেন। স্ত্রী রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্প কার্য্য—সকলের নিকট লভ্য বা শিক্ষণীয়। বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ, কেবল শূদ্রার গর্ভে সন্তানোৎপাদন, গো, অশ্ব, যান প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়, কৃষি, রাজসেবা এই সকল দ্বারা কুল হীন হইয়া যায়। মনুর সময়ে বানিজ্যোপজীবী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যদান নিষিদ্ধ ছিল ;—

"বিপনেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্য কব্যয়োঃ। ১৫২—৩য় অধ্যায়।
যৎ তু বণিজকে দত্তং নেহনা মুত্র তদ্ভবেৎ।
ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে॥" ১৮১—৩য় অধ্যায়।

বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য দিবেন। বণিকবৃত্তি পরায়ণ বা পৌণর্ভব দ্বিজকে যে হব্যকব্য প্রদত্ত হয় তাহা ভস্মে আহুতি নিক্ষেপ সদৃশ ; তদ্দারা ইহ পরলোকের কোন কার্য্য হয় না।

মনুর সময়ে জলপথে ও স্থলপথে বহির্বাণিজ্যকারিগণকে উত্তমর্ণগণ অর্থ কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করিত। সুদের নির্দ্ধারিত নিয়ম সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বিশেষ ভাবের আলোচনা ও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুদের নিয়ম নির্দ্ধারকগণ সমুদ্র পথে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন জনিত ভূয়োদর্শনের অধিকারী ছিলেন। তৎসাময়িক সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য ব্যবসায় বিষয়ক প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে জনৈক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ;—

"As the word used in the original for sea is not applicable to any inland waters, the fact may be considered as established that the Hindus navigated the ocean as early as the age of code.

Elphinstone's History of India.

মনু যে বহির্বাণিজ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার অনুকূলে উপরোক্ত প্রতীচ্য পণ্ডিতের ঐতিহাসিক বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। এক্ষণে মনুর এজাহারের এখনও অনেক বাকী আছে. এইবার শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"ক্রয় বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামি পালয়োঃ।

৮।৫॥

কোন দ্রব্য বিক্রয়ান্তে বিক্রেতা পরিতাপ করিলে এবং দ্রব্যটী মূল্যবান অথবা প্রিয় বলিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ব্ব মূল্যে ফেরত লইতে ইচ্ছা করিলে এবং তাহাতে যদি অকৃতকার্য্যতার জন্য অনুতাপ করে, তবে এই বিবাদকে "ক্রয় বিক্রয়ানুশাসন বলে। তৎকালীন বাণিজ্যের নিদর্শন আরও বহুল আছে।—

"সম্ভূয় স্বানি কর্ম্মানি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা॥"

অঃ—৮—২১১।

"বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্॥" ৪১০—৮ম অধ্যায়।

যাহারা সম্ভূয় সমুত্থান অর্থাৎ অনেকে মিলিয়া একত্র ব্যবসায়াদি কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের পরস্পরের অংশও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরূপণ করিবে। রাজা বৈশ্যকে বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি ও পশু রক্ষণ কার্য্যে এবং শূদ্রকে দ্বিজাতির সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করাইবেন। অতি প্রাচীনকালে ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সকাশে বেদত্রয়ের শিক্ষনীয় বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ হইতে কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালনাদি সাধারণ বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসা হেতু কৃষক, বণিক ও পশুরক্ষকদিগের মত জিজ্ঞাসা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় রাজকার্য্য মধ্যে গণ্য ছিল। মনু বলিতেছেন ;—

"কুল শীল বয়োবৃত্ত বিত্তবাদ্ভিরধিষ্ঠিতং।
বণিগ্‌ভিঃস্যাৎ কতিপয়ৈ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতং॥"

ব্যবহার তত্ত্বকৃত কাত্যায়ন বচন।

রাজসভায় বিচার বিভাগের কার্য্যকালে কুল-শীল সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধ লোক, বৃত্ত তত্ত্বজ্ঞ ত্রয় ও বার্ত্তা শাস্ত্রদর্শী বণিক্ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। প্রাচীনকালে রাজকর আদায়ের পদ্ধতি নিরীক্ষণ করিলে তৎকালীন শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক বহুল পরিচয়ও সুলভ ;—

"আদদীতাথ ষড়্‌ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্
গন্ধৌষধি রসানাঞ্চ পুষ্পমূল ফলস্য চ॥

অঃ—৭—১৩১।

পত্র শাক তৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥

ঐ—১৩২।

শুল্ক স্থানেষু কুশলাঃ সর্ব্বপণ্য বিচক্ষণাঃ।
কুর্য্যবর্থং যথা পণ্যং ততো বিংশং নৃপোহরেৎ
অঃ—৮—৩৯৮
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধ্যান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥"
অ—৭—১৩০

ক্ষেত্রের সহিত সংস্রবশূন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অরণ্যের দ্রুম, মৃগয়ালব্ধ মাংস, বনভূমি হইতে সংগৃহীত মধু, গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত, সর্ব্বপ্রকার গন্ধ দ্রব্য, ঔষধি বৃক্ষাদির রস, পত্র, শাক, ফল, মূল, ফুল ও তৃণ, রেণুনির্ম্মিত পাত্র, মৃণ্ময়পাত্র এবং সর্ব্বপ্রকার প্রস্তরময় দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত, তাহাদিগকে রাজকর দিতে হইত। রাজা ইহাদিগের ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি হইতে উৎপন্ন লাভাংশের এক ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিবেন।

বাণিজ্য কার্য্যে দক্ষ, সকল প্রকার দ্রব্যের অর্থ সংস্থাপনে সক্ষম, শুল্ক (duty) গ্রহণের সময়ে প্রথমে তাহার দ্বারা পণ্য সামগ্রীর মূল্য স্থির হইত এবং সঙ্গত অনুমান দ্বারা ঐ সকল পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ মুনফা (লাভ) নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহার বিংশতি অংশের একাংশ রাজকর বা শুল্ক স্বরূপ আদায় করা নিয়ম। বিশেষ মহার্ঘ্য অর্থাৎ দুর্মূল্য দ্রব্যেও কখন উহা অপেক্ষা অধিক শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি ছিল না॥

পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্তু ব্যবসায়ের লাভে আত্ম পরিবারের ভরণ পোষণপূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহকারিগণের নিকট লাভের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ স্বরূপ গ্রহিতব্য।

কাংস্যকর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, লিপিকার শঙ্খকার, মাল্যকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কারুক, তৈলিক, মদক ও তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণের শারীরিক শ্রমার্জ্জিত প্রাপ্য হইতে কিছু গ্রহণ করা হইত না,—তবে রাজা তাহাদিগকে প্রত্যেক মাসে একদিন বিনা পারিশ্রমিকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ বেগার ধরিবেন। উহাদের পারিশ্রমিকই রাজস্ব স্বরূপ গ্রহিতব্য।

আর্য্যজাতির মধ্যে বৈশ্যগণই উত্তমর্ণরূপে ঋণ দান ও কুসীদ গ্রহণ করিত। প্রাচীনকালের কুসীদ গ্রহণ প্রথা ও তৎকালীক বাণিজ্য বিষয়ক প্রমাণের পোষকতা করিতেছে ;—

"বশিষ্ঠো বিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্ত
বিবৰ্দ্ধিনীং।
অশীতি ভাগং গৃহ্নীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকং
শতে। ১৪০॥
"দ্বিকং শতং বা গৃহ্নীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরণ্।
দ্বিকং শতং বা গৃহ্নানো না ভবত্যর্থ
কিল্বিষী" ১৪১॥

ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ ও সুদের উল্লেখ না থাকিলে ধনস্বামী লভ্যাংশের অশীতিভাগ ও শ্রমকারী লভ্যাংশের বিংশতি ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। যাহারা ব্যবসায়ের সুদ গ্রহণ করে তাহারা ধর্ম্মানুসারে শতকরা দুই অংশ সুদ স্বরূপ

গ্রহণ করিতে পারে। তৎকালীন ব্যবহারিক বস্তুর ক্রয় বিক্রয় ও দেশ দেশান্তর হইতে আনীত ও নীত দ্রব্যাদির ব্যবসায় প্রভৃতি বিনিময়াদি বিষয়ে স্বর্ণ ও নিক মুদ্রা দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। মনুর পঞ্জিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়;—

সর্ষপাঃ ষট্ যবো মধ্যস্ত্রিয় যস্তেক কৃষ্ণলং।
পঞ্চ কৃষ্ণলকো মাসস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥
অঃ—৮—১৩৪॥

চতুঃ সৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু
প্রমাণতঃ" ॥ অ—৮—১৩৭॥

৬ সর্ষপে এক যবো মধ্য। ৩ যবো মধ্যে এক কৃষ্ণল। ৫ কৃষ্ণলে এক মাষা। ১৬ মাষায় এক সুবর্ণ। ৪ সুবর্ণে এক নিষ্ক। এ কালের মোহর গিনি, টাকা, পয়সা সে কালের নিষ্কের কার্য্য করিতেছে। (৬)।

(৬) বৈদিক যুগে নিষ্কের পরিবর্ত্তে হিরণ্য পিণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। "দশো—হিরণ্য—পিণ্ডম্ দিবোদাসাদ অসা নিষম্।" ঋগ্বেদ ৬ ৪৭।২৩।—এই হিরণ্য পিণ্ড বিনিময়ে করদান ও বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত। পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্য য়ুরোপের (বাইবেলোক্ত) প্রাচীন সে কালের সহিত ঋগ্বেদের হিরণ্য পিণ্ডের সাদৃশ্যারোপ করেন॥ এই সাদৃশ্যারোপ নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে। এই স্বর্ণ ও নিষ্ক সম্বন্ধে বাল্মিকীর প্রমুখাৎ বিশেষ পরিচয় লইব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যানিধি।—

কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত।

অধুনা দেশে যে অভিনব স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, উহাতে নিপতিত কতিপয় ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর ফিরিবেন না; অবশিষ্টগুলির ফিরিবার আশা আছে। ইঁহাদের কথা পুরাতন হইয়াও পুরাতন হয় না। যে পুত্রবৎসলা জননীর প্রিয় সন্তান চিরতরে ক্রোড় শূন্য করিয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষের জল জীবন থাকিতে শুকাইবে না; সুতরাং এ কাহিনী তাঁহার নিকট পুরাতন হইবার নহে; যে পতিপরায়ণা রমণীর জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাঁহার নিকটেও ইহা একই রকম নূতন।

অপর পৃষ্ঠার ছবিটী সঞ্জীবনীর সম্পাদক নির্ব্বাসিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহাশয়ের প্রতিকৃতি। ইনি ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া আগ্রা জেলে অবস্থিতি করিতেছেন। জেলে অবস্থান কালে কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের কষ্টে দিন অতিবাহিত হয়; কিন্তু মিত্র মহাশয় কয়েদীরূপে ব্যবহৃত হইতেছেন না। ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে ইঁহার প্রতি যত্নের ক্রটী হইতেছে না। ধার্ম্মিক প্রবর সুধী



শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র,
সম্পাদক
"সঞ্জীবনী"।

Acme Press

বর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় কারাগারেও ধর্ম্মালোচনায় এবং গ্রন্থাদি পাঠে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন। লোক সমাজে প্রকাশ যে, ভারতগভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণ বাবুকে মুক্তি দিবেন। কৃষ্ণ বাবুর সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের সুবিচার প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহারা ত্বরায় কৃষ্ণ বাবুকে পুনঃ দেখিতে পাইবেন, এই আশায় হৃদয় বান্ধিয়া বসিয়া আছেন। কৃষ্ণ বাবু মুক্ত হইলে সকলের আনন্দের সীমা থাকিবে না। শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

নূতন সংবাদ।

কংগ্রেস—আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন লাহোরে হইবে। ইহার উদ্যোগ এখন হইতেই চলিতেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্প প্রদর্শনীও হইবে।

২। শিল্প সমিতি—গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা নর্থব্রুক হলে পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে শিল্প সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে এন গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্ব বঙ্গের শিল্পাদির অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্বে এক রিপোর্ট দিয়াছেন।

৩। ডাক্তারীপরীক্ষা—বাঁকীপুর নিবাসী শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন দাস নামীয় জনৈক ছাত্র কলিকাতায় ডাক্তারী পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে রোটাণ্ড কলেজের ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকের এই উচ্চ সম্মান প্রশংশনীয়।

৪। ডিসেণ্ট্রালাইজেসন কমিসন—কিছুদিন পূর্ব্বে শাসনবিভাগের ও সিবিলিয়ানদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়া ছিল সম্প্রতি বিলাতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে। এই বিবরণ অনুসারে শাসন বিভাগের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা।

৫। কলিকাতার স্বাস্থ্য—কলিকাতা সহরে ভীষণ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, বহুলোক এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং মৃত্যুসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরবাসী এই জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন।

৬। শিলাবৃষ্টি—গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার দিল্লী নগরে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রায় দুই ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ শিলা জমিয়া ছিল এবং শিলার ওজন প্রায় এক পোয়া পর্য্যন্তছিল। শিলাঘাতে সহরে অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

৭। শাস্তি—বারাণসী ধামে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তির অবমাননা করার জন্য যে বাঙ্গালী বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

৮। বেতন-বৃদ্ধি—ভারতগভর্ণমেণ্ট

সরকারী আফিস সমূহের কেরাণীদিগের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য একটী তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই তদন্তের ফলে সম্ভবতঃ সুফলের আশা করা যায়।

৯। ভারতবাসীরদুরদৃষ্ট—ভারতগভর্ণমেণ্ট হইতে এক ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইয়াছে; তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন ভারতবাসী মিসর দেশে যাইয়া আর চাকরী পাইবেন না এবং মিসরে যাইয়া কোন ভারতবাসী কষ্টে পড়িলে কেহ তাহার প্রতিকার করিবেন না।

১০। গো রক্ষণী সভা—দুগ্ধবতী গাভী এবং কৃষি উপযোগী বলদের সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য আগামী বর্ষা কালে লক্ষ্ণৌ সহরে মিঃ ডনক্যাম্‌ বেলী সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হইবে এবং উত্তরপশ্চিমের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর গো রক্ষা সম্বন্ধে আপন অভিজ্ঞতার বিষয় বক্তৃতা করিবেন।

১১। স্বেচ্ছাসেবক—গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময় হইতে স্বেচ্ছাসেবক দল যাত্রিদিগের নানারূপ সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এবার তারকেশ্বরের মোহন্ত মহোদয় যাহাতে স্বেচ্ছাসেবকেরা শিবরাত্রির সময় তারকেশ্বরে যাইতে না পারে এই মর্ম্মে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সে দরখাস্ত না মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত শ্রীপতি কাব্যতীর্থ পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবকেরদলের কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মোহন্ত মহোদয়ও তাঁহাদের কার্য্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আগামী চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

১২। শিশু প্রদর্শনী—রেঙ্গুনে গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী একটী শিশু প্রদর্শনী হইয়াছিল; তাহাতে একটী সাত মাসের মগ শিশু প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। এই শিশু ওজনে বার সের।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বসন্ত রোগ নিবারক যোগ। কণ্টকারীর গাঁট ১।০ পাঁচ সিকা, কাঁচা হলুদ ॥০ আট আনা, গোল মরীচ।০ আনা এক সঙ্গে ✓॥০ অর্দ্ধ সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ✓৵ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ৫১০ কাঁচ্চা পরিমাণ প্রতি সপ্তাহে ১ বার সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। ইহাতে ৪ জনের হইবে।

২। কণ্টকারী শিকড়ের ছাল।০ আনা গোলমরিচ ২১টী, একসঙ্গে জল দিয়া বাটিয়া সকালে ১ বার মাত্র সেবন করিলে সে বৎসর আর বসন্ত রোগ হইবে না

(ইহা পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা) ১ হইতে ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিকড়ের ছাল ✓০ আনা ও গোল মরিচ বয়ঃ পরিমাণ অর্থাৎ ১ বৎসরের ১টী ২ বৎসরের ২টী ৩ বৎসরের ৩টী ইত্যাদি। তদূর্দ্ধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত শিকড়ের ছাল ✓০ আনা মরিচ বয়ঃ পরিমাণ। তদূর্দ্ধ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত শিকড়ের ছাল।০ আনা গোল মরিচ বয়ঃ পরিমাণ।

৩। নাগ দোনার শিকড় এক পর্ব্ব পরিমাণ ৭ দিন ৭ টুকরা সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। রোগ হইলে সেবন করিলে রোগ নাশ হয়।

৪। যে সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সে সময় প্রতি রোজ সকাল ও বিকালে মুগ কড়াই ভিজাইয়া খাইলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় না।

৫। তামা শরীরে ধারণ করিলে বসন্ত ও বিসূচিকা রোগ (ওলাউঠা) হয় না।

৬। যে সকল প্রসূতির স্তন্য দুষ্ট হেতু শিশুদের যকৃৎ দোষ জন্মে অথচ স্তন্য বন্ধ করা যায় না, সে সকল প্রসূতির স্তন্য দোষ নিবারণের জন্য শুলফ, শতমূলী, পলতা, রক্ত চন্দন অনন্তমূল, ও নিমপাতা প্রত্যেক।✓ পাঁচ আনা ২ রতি ✓।০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ✓✓০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে স্তন্য দোষ নিবারণ হয়।

বামারচনা।

কবিবর ৺ নবীনচন্দ্রের স্বর্গ গমনোপলক্ষ্যে।

১

উজলিয়া বঙ্গাকাশ ছিল যে রতন।
খসিয়া পড়িল হায়! নবীন তপন।
বিষাদ সাগরে ভাসি, কাঁদ আজি বঙ্গবাসী
নীরবেতে বঙ্গমাতা কর গো রোদন।
হারাইলে আজি মহা অমূল্য রতন।

২

মধুর ঝঙ্কারে যার হাসিত অবনী।
নাচিত মানব প্রাণ শুনিয়া সে ধ্বনি।
কবিতার অলঙ্কারে, সাজাইলা বঙ্গমারে
যতনে সেরূপে হায়! কে সাজাবে আর
বঙ্গভাষা ধন্য আজি মহিমায় তাঁর।

৩

বাঙ্গালি কুল গৌরব ছিল যেই ধন।
ডুবিল আঁধারে তাহা জনম মতন।
আর সে বীণার তান, গাবেনা নূতন গান
শুনিবে না বঙ্গবাসী নবগান আর।
ভেঙ্গেছে সে মহাবীণা ছিঁড়ে গেছে তার।

৪

কাঁদ কাঁদ বঙ্গমাতা কাঁদ অনিবার।
সে মহা রতন আর নহে গো তোমার।
নবীনচন্দ্রের প্রায়, আর কে হইবে হায়!
আর কে তাঁহার মত পূজিবে তোমায়?
বঙ্গদেশ শূন্য আজি হারায়ে তাঁহায়।

তব প্রিয়পুত্র যারা, একে একে গেল তারা
আঁধার করিয়া হায়! এ বঙ্গ ভুবন।
ছাড়িল আজিকে পুনঃ নবীন রতন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

দুষ্মন্তের অনুতাপ।

শৈল সম হায়! কঠিন বচনে,
বিঁধেছি তাহার কোমল বুক।
আর কি পাইব সে অমূল্য ধনে?
দিয়াছি যাহারে অশেষ দুঃখ? ১।

সজল নয়নে—লাজ মাখা মুখে,
কত যে বলিল বিনয় করি।
পাষাণ হৃদয়, হলোনা বিকল,
শ্রবণ না দিনু বচনে তা'রি। ২।

লৌহ দ্রব হতো, সে বাণী শুনিলে—
হেরিলে আহা! সে বিষাদ মুখ
নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে হায়!
ভেঙ্গেছি তাহার স্বপন সুখ! ৩।

স্মৃতির দুয়ার, খোলেনী তখন,
এখন স্মৃতির তাড়নে মরি
অনুতাপানলে, জ্বলি অহরহ,
শয়নে স্বপনে তাহারে স্মরি। ৪।

রাজার মহিষী— আহা! অভাগিনী
হৃদয়ে বহিয়ে নিরাশা ভার।
দারুণ সন্তাপে, কোথা গেল চলি?
দেখিতে তাহারে পাবকি আর? ৫।

বনের প্রসূন, ছিল ফুল্ল মনে,
আমোদে কানন আলোক করে।
আমি রে নিঠুর, পথের ধুলায়
দিলাম ফেলিয়া ছিঁড়ে নখরে। ৬।

অযতনে হায়! গিয়াছে শুকায়ে,
হৃদয় রতন সুবর্ণ লতা,
পাব কি তাহারে? শুনিব কি আর
তাহার সে মুখে প্রণয় গাথা? ৭।

সিন্ধু পানে যথা, ধায় স্রোতস্বিনী
তেমতি মিলনে করিয়া আশা।
এসেছিল মরি, স্বর্ণ বিহঙ্গিনী,
ভেঙ্গেছি তাহার সে সুখ বাসা। ৮।

সহকার ভাবি, সে নব বল্লরী,
আদরে জড়িত হইবে বলে।
নবীন উল্লাসে, কত সাধ করি,
কানন তাজিয়ে এসেছে চলে। ৯।

আমি রে পাষাণ, প্রত্যাখ্যান তারে,
করেছি দারুণ অবজ্ঞা ভরে!
সে অমূল্য ধন, কণ্ঠের রতন
আর কি আছে ভব ভিতরে? ১০।

স্বরগ প্রতিমা মলিন ধরায়,
থাকিতে তাহার নাহিক স্থান।
ক্ষমা কর দেবি! চরণে তোমার,
উদ্দেশে ঢালিয়া দিলাম প্রাণ। ১১।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

২১।১ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 548. April, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৬ বর্ষ। ৫৪৮ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩১৫। এপ্রেল, ১৯০৯। | ৯ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মৃত্যু—ত্রিপুরার মহারাজা কাশীধামে মটর গাড়ীতে ভ্রমণ কালে গাড়ী সমেত খানার মধ্যে পড়িয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, সেই আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রফেসর রামমূর্ত্তি—মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ বীর প্রফেসর রামমূর্ত্তি তাঁহার অসাধারণ বলের পরিচয় সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রদর্শন করিয়া জগতকে চমৎকৃত করিতেছেন। তাঁহার অতুল্য বলে এতাবৎ ১২ হর্স পাওয়ারের মটর গাড়ী তিনি পশ্চাৎ হইতে টানিয়া রাখিতেন, এক্ষণে তাঁহার বুকের উপর দিয়া হস্তী চলিয়া যাইতেছে তিনি অনায়াসে সে ভার বহন করিতেছেন, এরূপ ক্ষমতার পরিচয় এপর্য্যন্ত কোন বীর দেখাইতে পারেন নাই।

সংবাদ পত্রের কনফারেন্স—বিলাতে সমগ্র সংবাদপত্র সমূহের একটী কনফারেন্স আগামী জুন মাসে হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালাদেশের সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ সেখানে যাইবেন।

মাদক নিবারণ—পাঞ্জাবে নিযুরের রাজা এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক যুবক বা বালক ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিলে দণ্ডনীয় হইবে।

জাতীয় শিক্ষা সমিতি—জাতীয়শিক্ষা পারিষদের প্রদর্শনী ২৫ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রদর্শন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সকল প্রকার যন্ত্রাদি ও নানারূপ দ্রব্য ঠিক বিলাতির ন্যায় অথচ বিলাতি অপেক্ষা অনেক সস্তায় তৈয়ারী হয়। উক্ত পারিষদের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রচারকের মুক্তিপ্রাপ্তি—পণ্ডিত দৌলতরাম স্বামীর এক জন আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারক। পুলিস ইহাকে জীবিকা অর্জ্জনের সদুপায় না থাকা অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেয়। বিচারক তাঁহাকে জামিনে খালাসের হুকুম দেন; কিন্তু জামিনের উপযোগী টাকা যোগাড় করিতে না পারায় তাঁহাকে এক বৎসরের জন্ত জেলে বাস করিতে হুকুম দেওয়া হয়। ঐ অপরাধ ভিন্ন তিনি সৈনিকদিগকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। যাহা হউক এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করিয়া পণ্ডিতজী এখন খালাস পাইয়াছেন। তাঁহার মুক্তি-সংবাদে আমরা প্রকৃতই সুখী হইয়াছি।

আপীলে অব্যাহতিলাভ—কাশীধামে লালমোহন মুখার্জ্জী নামক যে বঙ্গীয় যুবক মৃতা মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি বিকৃত করিয়াছিল, তথাকার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উহার সশ্রম দুই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল, পাঠক এই সংবাদ অবগত আছেন। সম্প্রতি সে ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিকটে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া খালাস পাইয়াছে।

পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় বিগত ২৯শে মার্চ্চ বিলাত হইতে লাহোরে আসিয়া পৌছিয়াছেন। আসিয়া পর্য্যন্ত কাহারও সহিত দেখা করেন নাই।

আগামী ১৯১০ সালে আবার সেন্সস বা আদম সুমারী হইবে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী মাননীয় মিঃ গেইট এবারেও এই কার্য্যে কমিসনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের গবর্ণরের কন্যা মিস ক্লার্কের মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদে সর্ব্বত্রই দুঃখ প্রকাশ এবং সহানুভূতি প্রদর্শন হইতেছে। আফিস আদালত প্রভৃতি বন্ধ রাখা হইয়াছিল। গবর্ণর বাহাদুর অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা শ্যামবাজারের ১২।১ নং বাড়ীতে একটি অনাথাশ্রম আছে। ইহাতে ৬৩ টি অনাথা হিন্দু বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। ১৮৯২ সালে বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্তের যত্নে এই অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি ছোটলাট বাহাদুর এই আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন। আশ্রমের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া তিনি উহার সাহায্য কল্পে পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস পি সিংহ স্তর আর্লিরিচার্ডের স্থানে বড়লাট বাহাদুরের কৌন্সিলের আইন সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। এই মনোনয়ন ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমোদিত হইয়াছে।

পূজা—আহ্নিক। *

কর্ত্তব্য বোধে আমরা সকলেই সন্ধ্যা পূজাদি করিয়া থাকি। কিন্তু ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রাদির নিগূঢ় ভাব আমরা কয়জন বুঝিতে চেষ্টা করি? গুরু আমাদিগকে সন্ধ্যা-ক্রিয়ার যে সকল মন্ত্রাদি শিখাইয়া দিলেন, আমরা নিত্য কর্ম্মে তাহা আবৃত্তি করিয়া যাই মাত্র, তাহার অর্থ না জানায় আমরা তাহার প্রকৃত ফলও প্রাপ্ত হইতে পারি না। হিন্দু শাস্ত্রে দ্বিবিধ সন্ধ্যাক্রিয়ার বিধি আছে, তান্ত্রিক ও বৈদিক। বৈদিক সন্ধ্যা ব্রাহ্মণদিগের জন্য। আমি অল্পবুদ্ধি রমণী, তাহার রহস্য ভেদ করিবার আমার অধিকার নাই। আমি আজ সর্ব্ব সাধারণের জন্য বিহিত তান্ত্রিক সন্ধ্যার কথাই বলিব।

সন্ধ্যা কাহাকে বলে? শাস্ত্রে বলিয়াছেন, সন্ধিকালে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ইহার নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যা তিনবার করিতে হয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, ও সায়াহ্ন। সন্ধিকাল কি? সন্ধি অর্থে মিলন। যে সময় বিগত প্রায় যামিনীর সহিত উষা সতীর মিলন ঘটে, সেই সন্ধিক্ষণই প্রাতঃ সন্ধ্যার সময়। আর যে সময়ে সূর্য্যদেব প্রভাত ও মধ্যাহ্নের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হন, তাহাই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময়। যখন অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের সহিত সন্ধ্যা দেবীর মিলন হয়, সেই মিলন কালই সায়ং সন্ধ্যার সময়। লোক প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যোদেবকে লইয়াই আমাদের দৈনিক উপাসনা কার্য্য আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য জগতের প্রাণস্বরূপ, এবং বিশ্বের পালক, সেই জন্য সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যেই আমাদের উপাস্য দেবতাকে স্থাপন করিয়া সূর্য্যের গতি অনুসারে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনা করিতে হয়। সন্ধ্যা একরূপ যোগ ক্রিয়া বিশেষ, ইহার কোন বাহ্য উপকরণ নাই, মানসেই ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে এই সন্ধ্যা উপাসনার প্রণালীটি কি সুন্দর! কেমন মর্ম্মস্পর্শী পবিত্রতাময়! সন্ধ্যাকালীন পাঠ্য মন্ত্রগুলির অর্থ ভালরূপে বুঝিয়া যদি আমরা কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যহই উপাসনার ফলে এমন বিমলানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারি—যাহা জগতে অতুলনীয়।

যখন সন্ধ্যা উপাসনার অর্থ কেবল মন্ত্র পাঠ ও অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু বুঝিতাম না, প্রাত্যহিক সন্ধ্যার দ্বারা আমরা যে কিরূপ বিমলানন্দ, কিরূপ শুদ্ধিলাভ করিতে পারি, তখন তাহাও বুঝি নাই। সেই জন্য ঐ সকল কার্য্যে তেমন বিশ্বাসও ছিল না। কিন্তু দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অবধি সন্ধ্যা কার্য্যের অর্থ জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল।

কুলগুরু—যাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া-

* লেখিকার সাধনার সিদ্ধি নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

ছিলাম, তাঁহার নিকট কোন বিষয় ভালরূপ বুঝিবার বা শিখিবার সুযোগ পাই নাই, তাঁহাকে জানাইয়া কোনরূপ সংশয় দূর করিতে পারি নাই। আর এমনই দুর্ভাগা আমি—জীবনে সেই এক-বার ব্যতীত আর তাঁহার চরণ দর্শনও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। মনে কতই জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল, কতই সন্দেহ,—সংশয়ে প্রাণ অশান্তির আগুনে পুড়িতে-ছিল, মনের ভাব সকল জানাইয়া, মনের মত মীমাংসা করিয়া লইতে তখন কাহাকেও উপদেষ্টা পাইলাম না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত না। অগত্যা মনে যে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিত, মনে মনেই একরূপ তাহার মীমাংসা করিয়া লইতাম। আর যাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইত, তখনই কাতর প্রাণে ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হইতাম। মরি রে? এত দয়া এত অলৌকিক মমতা জগতে কি আর কাহারও কাছে পাওয়া যায়? মা আমায় একদিনও নিরাশ করেন নাই, কত আদরে কত যত্নের সহিত, কত ভাবে মা যে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেন, আজ আমার মত মূর্খ স্ত্রীলোক, তাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য ভাষাও খুঁজিয়া পাইতেছে না। তথাপি আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কেবল শাস্ত্র দেখিয়া ও শাস্ত্রার্থ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, সেই মহাজনগণের বাক্যের অনুসরণ করিয়াই বলিতেছি মাত্র। কিছুই আমার মত অধম রমণীর স্বকপোল কল্পিত নহে।

ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,

সূর্য্যোঽগ্নি র্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥

অর্থাৎ সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গবী, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ক্ষিতি, আত্মা ও সর্ব্বজীব আমার পূজার আস্পদ। সেই জন্যই ঐ সকল লইয়াই ভগবানের পূজা বিধি বদ্ধ হইয়াছে। সন্ধ্যাক্রিয়ায় সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যেই আমাদের উপাস্য দেবতাকে ধ্যান করিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ফলে, অনেকে মনে করেন, সূর্য্য একটা জড়পিণ্ড, তাহার উপাসনা ও ধ্যান করা কেবল মূর্খতা। কিন্তু আমাদের ঋষিগণ যে নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকেই চিন্তা করিতেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র প্রধান পদার্থ সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া তন্মধ্যে সূর্য্যাতীত পুরুষকে অন্বেষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মর্ম্ম অবগত নহেন। উপাস্য দেবতাকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত ইহার ফল আর কে বুঝিবে? বস্তুতঃ আমরা জড়পিণ্ড সূর্য্যের উপাসনা করি না, যে নিরাকার হইতে সাকাররূপের অবতারণা, সূর্য্যই সেই নিরাকারের প্রথম মূর্ত্তি। অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান যে পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—তন্মধ্যে জগৎ প্রকাশক তেজোময় সূর্য্যই বহির্জ্জগতে আমাদের একমাত্র দৃশ্য বস্তু। তেজঃ পদার্থ হইতে রস বা জলের উৎপত্তি, এবং জল

হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। বায়ু ও ব্যোম শূন্য পদার্থ, নিরাকার, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাই সূর্য্যই আমাদের উপাসনার প্রধান অবলম্বন। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, আদিত্য প্রাণ, আদিত্য চক্ষু, আদিত্য বিশ্বের নিধান।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা। ইঁহারাই যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই ত্রিমূর্ত্তির তিন শক্তি আছে। আবার যোগ শাস্ত্রাদি পাঠে জানা যায়, এই দৃশ্যমান জগতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, সাগর, ভূধর, নদ নদী প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে, অন্তর্জ্জগতেও সেই সকল পদার্থ বিদ্যমান। কারণ যে সকল উপকরণে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, সেই পঞ্চভূতাদির উপকরণ লইয়াই জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্ব বা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতের সৃষ্টি। এই সকল তত্ত্বের সংমিশ্রণে জীবশরীর নির্ম্মিত। সংক্ষেপতঃ যথা, আকাশ তত্ত্বের পাঁচগুণ ও রূপ, কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয়। বায়ু তত্ত্বের পাঁচরূপ ও গুণ চলা, বলা, দৌড়ান, আকুঞ্চন ও প্রসারণ। অগ্নিতত্ত্বের পাঁচগুণ ও রূপ,—ক্ষুধা, পিপাসা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি। জল তত্ত্বের পাঁচরূপ ও গুণ,—শুক্র, শোণিত লালা, মূত্র ও স্বেদ, এবং পৃথিবী তত্ত্বের পাঁচরূপ ও গুণ,—অস্থি, মাংস, ত্বক্ নাড়ী, লোম। পৃথিবী আদি পঞ্চভূত হইতে এই পঁচিশ প্রকার রূপ গুণ তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পঁচিশ প্রকার তত্ত্ব সমষ্টিতে স্ত্রী, পুরুষ জীব মাত্রেরই শরীর গঠিত হয়।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে শুনিয়াছি, জগতের সমস্ত পদার্থেই আকর্ষণ শক্তি আছে, পদার্থ মাত্রেরই এই আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, মহাকর্ষণ, সংযোগ বিয়োগাদির দ্বারা বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় হইতেছে। যেমন সমুদ্রের জল সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া মেঘের সৃষ্টি করে, মেঘের জল যেমন পৃথিবী আকর্ষণ করিয়া লয়, পৃথিবীর জল যেমন নদী, ও নদীর জল যেমন আবার সমুদ্র আকর্ষণ করে ইত্যাদি। নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ উপগ্রহের সহিত পৃথিবীস্থ জীব শরীরেরও সংযোগ আছে। সূর্য্য অথবা গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিশেষে ঐ আকর্ষণশক্তির দ্বারা যে আমাদের শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ সংঘটিত হইয়া থাকে, জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা তাহা অবগত আছেন। এখন পাঁজি পুঁথিতে গ্রহনক্ষত্রাদির দোষ অথবা বার দোষাদি অনেকেই মানেন না, এবং অপরকে ঐ সকল মানিতে দেখিলে তাঁহারা নানারূপ উপহাস বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র যে মিথ্যা নহে, সাধনা দ্বারা অন্তর্জ্জগতের রহস্য যাঁহারা অবগত হইয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। শাস্ত্রের সকল বিধি নিষেধ আমরা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে পারি না বটে, কিন্তু যিনি যেটুকু নিয়ম পালন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই মঙ্গল। স্থূল বুদ্ধিতে

আমরা যে সকল শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারি না, তাহাই মিথ্যা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি।

আহ্নিক ক্রিয়া যোগ-ক্রিয়া বিশেষ॥ সংসারাসক্ত অল্পমতি আমাদের জন্যই তত্ত্বজ্ঞানী যোগিগণ গুরুপ্রদত্ত উপায়ে এই সন্ধ্যা উপাসনার বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যেহেতু নিত্য এই ভাবে উপাসনা ও ধ্যানের দ্বারা আমাদের মন অল্পে অল্পে পরব্রহ্মে যুক্ত হইতে পারিবে। ধ্যান পরায়ণ যোগিগণ বলিয়া থাকেন, সূর্য্য যেমন বহির্জ্জগতের প্রকাশক, অন্তর্জ্জগতেও তদ্রূপ সূর্য্য হইতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্ত্যাদি স্ফুরিত হইতেছে। সূর্য্যই যে ভগবানের জ্যোতিঃ, অথবা বিভূতি, তাহা গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন। সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে সেই পরমব্রহ্ম অথবা তাঁহার শক্তির উপাসনা করা মূর্খতা নয়। শিব সংহিতায় লেখিত আছে, ত্রৈলোক্য মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, যথা—সপ্তদ্বীপ সমন্বিত মেরু, সরিৎ, সাগর, শৈল, ক্ষেত্র সমূহের সহিত ক্ষেত্র পালক, ঋষিগণ, মুনিগণ, গ্রহ নক্ষত্রগণ, পুণ্যতীর্থ সকল, এবং পীঠ দেবতার সহিত পীঠ স্থান, সমস্তই এই দেহে বর্ত্তমান আছে। সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা শশী ও ভাস্কর দেহ মধ্যস্থ মেরু বেষ্টন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে। নভঃ, বায়ু, জল, বহ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত ভূতগণের দ্বারাই শরীর পরিচালিত হইতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্ব স্ব শক্তির সহিত, এবং পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি সমস্তই শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং যে প্রাণ মনুষ্য শরীরে আছে, তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থে বিদ্যমান। এই প্রাণের উপাসনা করাই মুখ্যকর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্মের নাম প্রাণায়াম। আমাদের ত্রিসন্ধ্যাকৃত আহ্নিক ক্রিয়ায় প্রাণায়াম করিতে হয় কিন্তু সচরাচর আমরা তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া শিক্ষানুযায়ী করিয়া থাকি মাত্র। প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হইলে প্রাণও স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাণ স্থির হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ— সেই মহাপ্রাণকে আত্মপ্রাণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা আত্মপ্রাণকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ বলিয়া অনুভব হয়। সে অবস্থায় যে কি শান্তি ও অতুল আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা কার্য্যের দ্বারা না বুঝিলে আর কিছুতেই বোধ গম্য হইবার নহে। প্রাণায়ামই যোগের সহজ উপায় এবং, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের প্রথম সোপান।

প্রাণই আত্মা, প্রাণই ব্রহ্ম, প্রাণের উপাসনা করিলেই পরমব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত আমরা—মন প্রতিক্ষণেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। সহজে কি আমাদের এই মত্ত হস্তীর মত অদম্য মন স্থির হইতে পারে? সেই জন্য ত্রিসন্ধ্যাকৃত প্রাণায়ামের দ্বারা চঞ্চল প্রাণ ও মনকে স্থির করিতে নিত্য আমাদের ইহার অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হইলে কখনও না কখন জন্ম জন্মান্তরেও আমরা পরম ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন

পাইব। আর একান্ত যত্ন ও ভক্তির সহিত সাধনা করিয়া যে সুকৃতিশালী ব্যক্তি ইহ জন্মেই ইষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই।

প্রাতঃসন্ধ্যায় আমরা যে গায়ত্রীর ধ্যান করি, তাহার সরল অর্থে ইহাই বুঝায়, "প্রভাতে নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে পুস্তক (চারিবেদ) ও অক্ষমালা-ধৃতা চতুর্ভুজা কৃষ্ণাজিনাম্বরা ব্রাহ্মীশক্তির স্মরণ করিতেছি। এক্ষণে এই ব্রাহ্মীশক্তির ধ্যানে কি ফল পাওয়া যায়, তাহাই জিজ্ঞাস্য। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চারিবেদ ও নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, ইহা শাস্ত্রের উক্তি, এবং প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা বা বিশ্ব-বিধাতা। সেই বিশ্ব-বিধাতা যে শক্তির দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারই নাম ব্রাহ্মীশক্তি। নিত্য প্রভাতে উদীয়মান আদিত্যে বিরাজিত থাকিয়া, যে ব্রাহ্মী-শক্তি পঞ্চভূত বা পদার্থ সকলের সংমিশ্রণে বিশ্বের তাবৎ বস্তুর, সৃষ্টি করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মীশক্তিকে প্রত্যক্ষ অথবা স্মরণ করার নাম প্রাতঃসন্ধ্যা। দিবসেই মানবের যাহা কিছু কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হয় সেই জন্য দিবসের প্রারম্ভে কর্ম্মকর্ত্তা ব্রহ্মার স্মরণে, কার্য্যশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া, মানবকে নিরলস ও কর্ম্মক্ষম করে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবে ইহার অর্থ বুঝেন, তাঁহারা স্বশরীরস্থ মূলাধার চক্রের মধ্যবর্ত্তিনী ব্রাহ্মীশক্তিকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী জানিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এতদ্বারা আত্মশক্তির প্রসারতা বৃদ্ধি হয়।

আর মধ্যাহ্ন সময়ে গায়ত্রী ধ্যানের সরল অর্থে ইহা বুঝায়, "মধ্যাহ্নে প্রখর কিরণোজ্জ্বল ভাস্কর মণ্ডলে শ্যামবর্ণা, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারিণী চতুর্ভুজা যে মহাদেবী সূর্য্যাসনে অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহারই শরণাগত হইতেছি।" শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারী বিষ্ণু জগতের পালন কর্ত্তা—এবং প্রাণই বিষ্ণু। মধ্যাহ্নের সূর্য্যমণ্ডলাসনে বিরাজিতা বিষ্ণুর সেই বৈষ্ণবী শক্তি পান ভোজনাদির দ্বারা জগত পালন করিতে-ছেন। কারণ জীবমাত্রেরই আহারের প্রয়োজন, আহার বিহার ব্যতীত ব্রহ্মার সৃষ্টি রক্ষা ও পালন হইতে পারে না। জীব শরীরস্থ যে শক্তি জীবগণের ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনা প্রদান করিতেছেন, যাঁহার প্রবৃত্তিতে জীবগণ আহার বিহারাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে, সেই বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনার নাম মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। মধ্যাহ্নেই জীবগণের ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় সেই সময় পরব্রহ্মের পালনী শক্তির স্মরণ করিলে, মানবের শরীরস্থ সেই পালনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া, মানবকে স্বাস্থ্য, শ্রী, ও বল প্রদান করে। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অধ্যাত্মিক অর্থ যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ষট্ চক্রের অন্তর্গত মণিপুর নামক চক্রেই বিষ্ণুর পালনী শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এতদ্বারা শরীরস্থ তেজ ও অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আর সায়ংসন্ধ্যার সময় গায়ত্রী ধ্যানের সরল অর্থ,—যথা, "সায়াহ্নে অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের মধ্যে শুক্লবর্ণা, শুক্লাম্বরধারিণী, বরদায়িনী বৃষাসনা, ত্রিনয়নী, পাশ, বর, শূল

ও নরকপালধারিণী যে মহাদেবী বিরাজমানা আছেন, তাঁহারই ধ্যান করিতেছি।” ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহা সৃজন ও পালন করেন, মহাদেব রুদ্ররূপে তাহার সংহার করিতেছেন। কিন্তু মহাদেবের সদাশিবরূপে আর এক মূর্ত্তি প্রকাশিত আছে, সেই মহাপ্রাণ ভগবান্ ঈশ্বরের যে শক্তি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, অর্থাৎ জীবভাব যখন শিবভাবে মিশিয়া যায়, যে শক্তির দ্বারা জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবানের ঐশীশক্তি, অথবা আদ্যাশক্তি। সরস্বতী ইঁহারই নামান্তর। সায়ংকালে দিবসের কার্য্য সমাপনান্তে বরদা জ্ঞানদায়িনী সেই আদ্যাশক্তির স্মরণ করার নাম সায়ংসন্ধ্যা। এই আদ্যাশক্তির স্মরণে, দিবসের পাপক্ষয় করতঃ, মানবের জ্ঞানশক্তি-বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে শিবত্ব প্রদানের উপযুক্ত করে। সায়ংসন্ধ্যার আধ্যাত্মিক অর্থ যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা স্বশরীরস্থ ষট্‌চক্রের বিশুদ্ধাক্ষ নামক মহাচক্রের মধ্যে পরম শিবের সেই জ্ঞানদায়িনী শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। এতদ্বারা জ্ঞান শক্তি প্রভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন। শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতভাবে এই সন্ধ্যাক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে মানুষ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে।

ত্রিসন্ধ্যার এই আহ্নিক ক্রিয়ার আধ্যাত্মিক অর্থ যোগিগণেরই বোধগম্য, কারণ আহ্নিকক্রিয়া যোগেরই অঙ্গ। সংসারাসক্ত মোহান্ধ জনের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু আমরা যদি অর্থ বুঝিয়া ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী ধ্যান ও জপ করি, তাহা হইলে অচিরাৎ আমরাও যোগিজনের প্রার্থনীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারিণী হইতে পারি।

সন্ধ্যা আহ্নিকের পর নিত্য কর্ম্মের মধ্যে আমাদিগকে দেবপূজা বা ইষ্টপূজা করিতে হয়। কিন্তু আমরা কর্ত্তব্য ভাবিয়া দুইটা পুষ্প-চন্দনের দ্বারা দেবপূজা করিয়া থাকি, তদ্ভিন্ন দেবপূজার যে কি উদ্দেশ্য, তাহা আমরা কেহই বুঝিনা, গুরুও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে দেবপূজার রহস্য বুঝাইয়া দেন না, আর আমরা তাহা বুঝিতেও চাহি না। শাস্ত্রে দেবপূজাকে সর্ব্বকল্যাণপ্রদ, সর্ব্বপাপক্ষয়কর, ও মানবের পক্ষে একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং যতদিন পর্য্যন্ত আপনাতে ব্রহ্মভাবের উদ্রেক না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দেবপূজা করিতে বলিয়াছেন।

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু সদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদ্দেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ॥

যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সদ্ভাব উপস্থিত না হয়, তাবৎ কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্মের দ্বারা দেবপূজারই বিধি। দেবপূজা হইতেই ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। দেবপূজার মূল সূত্র এই, “নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।” অর্থাৎ দেব ভাবাপন্ন না হইলে দেবপূজার অধিকারী হয় না। আপনার আত্মাতে দেবত্ব আরোপ করিয়া আপনাকেই দেবভাবে চিন্তা করিতে করিতে দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যখন দেবপূজা করিতে বসি, কিরূপ ভাব

লইয়া? তখনও প্রায়ই আমাদের মন সংসারে পড়িয়া থাকে, কোন্ ছেলেটা কাঁদিতেছে,—কাহার খাওয়া হয় নাই—অথবা কোন কাজটা বাকী রহিয়াছে, পূজার পর সমাধা করিতে হইবে, ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তাই আমাদিগকে ধ্যানে নিমগ্ন করিয়া রাখে। সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা সমূহ আমাদিগকে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছে, যে দিনান্তে কিয়ৎক্ষণের জন্য একবার ইষ্টদেবতার স্মরণকালেও সেই চিন্তা পাশ হইতে মুক্ত থাকিতে পারি না। সেই জন্য দেবপূজার ফলেও বঞ্চিত হই। পূজাসনে বসিয়া আমরা যে জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যের মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকি তাহার অর্থ কেবল সাংসারিক সর্ব্ববিধ অশুচি, মোহকর চিন্তা হইতে তৎকালে আপনাকে শুদ্ধ পবিত্র করিয়া লওয়া। কিন্তু মনই যখন পবিত্র হয় না, তখন কেবল মন্ত্র পাঠ করিলে কি হইবে? দেবপূজার বিধিস্থলে শাস্ত্র বলিয়াছেন।

গত-কাম-ভয়-দ্বন্দো বা রাগ মাৎসর্য্য-বর্জ্জিতঃ।
আত্মানং পূজয়িত্বাচ সুগন্ধিসিত-বাসসা॥
সুমুহূর্ত্তে যজেদ্দেবান্ স্বকীয়াসন সংস্থিতঃ॥

যে সময় কাম, ভয়, সুখ, দুঃখ, রাগ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিবর্জ্জিত হইয়া, মন শান্তভাব অবলম্বন করিবে. তখন আপনাকে পবিত্র, নিষ্পাপ বোধ করিয়া, স্বকীয় শুদ্ধ আত্মভাবকে গন্ধ বাসাদির দ্বারা পূজা করিয়া, আসনগ্রহণান্তর শুভ মুহূর্ত্তে দেব পূজা করিবে। শরীরস্থ আত্মাই ব্রহ্ম, যোগিগণ এই আত্ম উপাসনার দ্বারাই ঐশীশক্তি লাভ করেন। আত্মজ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। যিনি আপন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন। জগতে পদার্থ বিষয়ক সকল জ্ঞান বিজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, মূর্খ হইলেও পৃথিবীতে তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সৃষ্টি স্থিতির রহস্য কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত নহে। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রে নানারূপ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্র মানি না, দেবতা মানি না, প্রতিমা পূজাদি করি না প্রভৃতি মুখে বলিলেই কি ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়? যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ দেবতা হয়, ঐশীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া মানব অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইয়া উঠে, যাঁহার ক্ষমতা বলে অরণ্যের হিংস্র জন্তুও বশীভূত হয়, সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন শক্তিমান্ মহাপুরুষ সংসারে কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? বস্তুতঃ বহুকাল জন্ম জন্মান্তরের সাধনা ও সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের শাস্ত্রে আছে।

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং
বিচিম্বতে।
করস্থং কৌস্তভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচ-
তৃষ্ণয়া॥

আত্মস্থ দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যে বাহিরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যায়, সে করস্থিত কৌস্তভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচ

তৃষ্ণায় বৃথা ভ্রমণ করে। উপাস্য দেবতার মধ্যে আত্মস্থ দেবের আবাহন করিয়া পূজা করার নামই দেবপূজা। শাস্ত্র বলেন, আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ। দেবতার মধ্যে ছোট বড় নাই, দেবতার মধ্যে ভেদাভেদ নাই। যে ব্যক্তি দেবতাদের একত্ব না বুঝিয়া ভেদভাব কল্পনা করে, তাহার উদ্ধার নাই, ইহাও শাস্ত্রীয় বাক্য। সুতরাং আর্য্যশাস্ত্র বহু দেব দেবীর উপাসনার মধ্যেও ভগবানের অদ্বিতীয় আত্মময় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যতদিন আপনাকে দেব ভাবে পরিণত করা না যায়, ততদিন দেব দর্শন মিলে না। আপনাকে ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ মনে করিয়া, আপনার আত্মাতেই সেই পরমার্থ শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরম ইষ্ট বস্তুর পূজা করিলে শীঘ্রই ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। নচেৎ শুধু মৃত্তিকার অথবা ঘট পটের পূজা করিলে কি হইবে? যাঁহারা কেবল মৃন্ময়ী অথবা লিঙ্গ মূর্ত্তিকেই সার সর্ব্বস্ব ইষ্টবস্তু ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূজা উপাসনা প্রভৃতি সমস্তই তামস ভাবের কার্য্য। সেই জন্য তাহার ফলও তমোভাবাপন্ন হয়। সংসারের শোক মোহ, রাগ দ্বেষাদি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। চৈতন্য ব্যতীত শুধু জড়ের চিন্তা করিলে জড়ভাবই বৃদ্ধি পায়। হায়! আমরা কতদিনে প্রকৃত দেবপূজা করিতে শিখিয়া দেবভাব লাভ করিতে পারিব?

সাধনা রচয়িত্রী।

ভারতীয় আর্য্য সহধর্ম্মিণীর দায়িত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

ভগবান্ মনু গৃহিণীর দায়ীত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষার রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

মনুসংহিতা।

অনুবাদ। অপত্যলাভ ও সন্তান পালন, ধর্ম্ম কার্য্য সাধন, উত্তমাপ্রীতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গগমনকার্য্য এই-গুলি ভার্য্যার অধীন।

কোন কোন দেশে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির ঐরূপ কার্য্য বিভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। সে দেশে রাজ কার্য্যালয় বা অন্যান্য কর্ম্মালয়-সমূহে পুরুষ কর্ম্মচারীর ন্যায় স্ত্রীলোক কর্ম্মচারিণীও যথেষ্ট আছে। সুতরাং এ দেশে যেমন স্ত্রীলোককে বাহিরের কর্ম্ম লইয়া প্রায় ব্যস্ত থাকিতে হয় না, সেই সকল দেশে সেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ঐ সকল দেশের রীতি অনুসারে আফিস ও দরবার প্রভৃতি স্থানে, বায়ু সেবনাদি যথেচ্ছ ভ্রমণ উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া গিয়া থাকে। অন্তঃপুর নামক পৃথক্ স্থানে বা স্ত্রীজাতির সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থানস্থান তত নিয়মাধীন নহে। যে যে দেশের মহিলাদিগকে

অন্তঃপুরে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্মের দায়িত্ব গ্রহণকরা তাদৃশ বিধিবদ্ধ নহে, যে দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী এ দেশের ন্যায় নহে, সেই সেই দেশে এতদ্দেশীয় আর্য্য-মহিলা জনোচিত পবিত্র ভাব আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া শিক্ষালাভ করিলেই বা আর্য্যগৃহিণীদিগের সর্ব্বত্র সুফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

কোন কোন দেশের অধিকাংশ মহিলা আত্মগর্ভজাত সন্তানকে কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহা জানেন না। ভূমিষ্ঠ হই-বার অল্পদিন পর হইতেই সেই শিশুসন্তা-নেরা ধাত্রী বা উপমাত্রী নামে ব্যবসায়া-বলম্বিনীদিগের হস্তে প্রতিপালিত হয়। জননীর সহিত প্রায় দেখা শুনা ও তাদৃশ সংশ্রব থাকে না সুতরাং সে দেশে পুত্র প্রসব ভিন্ন শিশু পুত্রের স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব তাদৃশভাবে নাই। ধাত্রী দ্বারা সন্তান প্রতি-পালনের রীতি আমাদের দেশেও না আছে এরূপ নহে। এ দেশে অনেক শিশু বাল্য-কালে উপমাত্রীদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইলেও তাহারা জননীর কাছ ছাড়া হয় না বা জননীর রক্ষণাবেক্ষণ হইতেও বঞ্চিত হয় না। স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক ভাল বাসা জানাইবার জন্যই হউক, অথবা পতিসামীপ্য ভিন্ন অপর স্থানবাসিনী হইলে অনিষ্টের কারণ আছে বলিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক অনেক দেশের রীতি অনুসারে সর্ব্বত্র স্ত্রীসহগমনা-গমনের বিধি আছে। এতদ্দেশীয় মহিলাগণ (তীর্থযাত্রাদি ভিন্ন) সর্ব্বত্র পতির অনু-গামিনী না হইলেও ধর্ম্মকর্ম্মে পতির সহ-চারিণী হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করেন। যে যে দেশে কথায় কথায় বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে সেই সেই দেশে পতির প্রতি উত্তমা রতি বা বিশুদ্ধ প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখা যায়, সুতরাং আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে পতি শুশ্রূষার সম্ভাবনাও প্রায় দেখা যায় না। যে যে দেশে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নাই, সুতরাং তথায় আত্মার স্বর্গোদ্দেশে বা পিতৃলোকের প্রীত্যুদ্দেশে পতির ধর্ম্ম কর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হইবারই বা সম্ভাবনা কোথায়? অতএব মনুবর্ণিত উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত অপত্যপালন, গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম কৃত্য সাধন, পতি শুশ্রূষা উত্তমারতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গ গমনকার্য্য এই গুলি ভারতভিন্ন অন্য দেশে দারাধীনতা বা সহ-ধর্ম্মিণীর দায়িত্বের মধ্যে পরিগণিত নহে।

যিনি রাজ্য শাসন করেন, তাঁহাকে যেমন রাজনীতি শিক্ষা করিতে হয়, বিবিধ প্রকার কার্য্যে বিবিধ প্রকার নীতির অনু-সরণ করিতে হয়, রাজ্য মধ্যে কোথায় কি হইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত কার্য্য বিনিয়োগ দ্বারা শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়, অহর্নিশি আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, প্রজাপালন করিতে হয় ও সর্ব্বদা সদ্‌গুণ বিস্তার দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়, তেমনি যিনি অন্তঃপুর রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন,—সেই গৃহ-

ধর্ম্মের জীবন স্বরূপ—গৃহস্থিত দুর্জ্ঞেয়াঙ্ককারের আলোক স্বরূপ—সংসার তাপে তাপিত গৃহস্থের পক্ষে শান্তি ছায়া স্বরূপ—অম্বিকাদেবীর অধিষ্ঠান স্বরূপ,—কমলালয়াদেবীর নির্বিশেষ মূর্ত্তি স্বরূপ—বিগ্রহবতী দয়াস্বরূপ দারাকে নারীনীতি শিক্ষা করিতে হয়, বিবিধ প্রকার সাংসারিক কার্য্য, বিবিধ প্রকার নীতির অনুসরণ করিতে হয়, ভবনের বিশৃঙ্খল বিষয় সকল অনুসন্ধান করিয়া সুশৃঙ্খল স্থাপন করিতে হয়, দিবারাত্র আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, প্রজাপালন (সন্তান পালন) করিতে হয়, এবং লোকসমাজে অনিন্দনীয় কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শাস্ত্রে মহিলাদিগের অনুষ্ঠানার্হা বিবিধ নীতি বর্ত্তমান আছে। তদন্তর্গত এক একটী নীতি অবলম্বন করিয়া যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে গেলে এক এক খানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তথাপি যেগুলি সার—যেগুলির অন্তর্ভূত উপদেশ অনেক, এইরূপ কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকানুরূপ উপদেশ সকল অনেকের পরিচিত এবং বিজ্ঞাত থাকিলেও যেমন পূর্ব্ব পরিচিত বসন্তের নব সমাগম অভিনব ভাবে সকলের নেত্রানন্দ সম্পাদন করে, তেমনি পুরাণাদি শাস্ত্রের উপদেশ সকল পুরাণ না হইয়া যখনই পাঠ্যরূপে নয়নসমীপাগত হয়, তখনই যেন নবীন ভাবে আনন্দ বিধান করে।

চক্ষুর্দ্দেহঃ স্বভাবশ্চ যস্যা নিত্যং সুসংবৃতং।
শৌচাচার-সমাযুক্তা সাপি মৃত্যুং ন পশ্যতি॥

বরাহ পুরাণম্।

অনুবাদ। যাঁহার চক্ষু, দেহ ও স্বভাব সুসংক্ষিত অর্থাৎ যে স্ত্রী চক্ষু দ্বারা, চক্ষু ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা ও স্বভাব দ্বারা কোন পাপ কর্ম্ম করেন না, এবং যিনি শাস্ত্রোক্ত পবিত্রাচার-সমন্বিতা হন, তিনি যমকে দেখেন না অর্থাৎ তাঁহাকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না সুতরাং স্বর্গলাভ বা পরলোকে সদ্গতি হয়।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্ত হস্তয়া॥

মনুসংহিতা॥

অনুবাদ। স্ত্রীলোক সর্ব্বদা অতি হৃষ্টা, গৃহ কার্য্যে দক্ষা, গৃহ সামগ্রী সকল পরিষ্কাররূপে যথা স্থানে রক্ষণকারিণী ও মিতব্যয়িনী হইবেন।

যত্রাবিরুদ্ধোদম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র সংস্থিতঃ।

গরুড়পুরাণম্।

অনুবাদ। যে গৃহে স্ত্রী ও স্বামীর বিরুদ্ধ ভাব নাই অর্থাৎ পত্নী পতির মতানুসরণ করিয়া গৃহস্থ-ধর্ম্মোচিত কর্ম্ম করেন, সে গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ স্থিত হয়।

ভর্ত্তৃশ্চিত্তানুগামিন্যা দেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থ্য-ধর্ম্মরতয়া ভর্ত্তা সেব্যস্ত্বিহ ত্বয়া॥

বহ্নি পুরাণম্।

অনুবাদ। তুমি ভর্ত্তার মনের মত কাজ কর, দেবদেবীর আরাধনা কর, গার্হস্থ ধর্ম্মে রত থাক। এই গৃহাশ্রমে ঐরূপ নিয়মে থাকিয়া সর্ব্বদা পতিসেবা কর।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

কমলার পুরস্কার।

১

ফাল্গুন মাস। নানাবিধ কুসুমের মধুর সৌরভ বহিয়া এবং নবগঙ্গা নদীর ক্ষীণ স্রোতের শীকর মাখিয়া প্রদোষ বায়ু মৃদু মৃদু প্রবাহিত। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রক্তিম মুখে ক্লান্তদেহে বিশ্রামাকাঙ্ক্ষায় পশ্চিম দিগ্‌বধূর গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন। পাখীরা কল কল রব করিতে করিতে নিজ নিজ কুলায়াভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে। এমন সময় নব গঙ্গানদীর তীরে একটী যুবক একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছেন। মনোহর বসন্ত কালে প্রদোষ সময়ে ইনি কি সুমধুর বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছেন? অথবা নিম্নে ক্ষীণকায় নদী-স্রোতে কেমন করিয়া নাবিকেরা কৌশলে দুই এক খানি ক্ষুদ্রকায় তরি ঠেলিয়া লইতেছে তাহাই দেখিতেছেন? অথবা ওপারের শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ গাছগুলির পাতায় সন্ধ্যা-সমীরণ কেমন শাঁই শাঁই শব্দ তুলিতেছিল তাহাই শুনিতেছেন? না। যুবক বিমর্ষ, তাঁহার মুখ-শ্রী মেঘাচ্ছন্ন-শশধরের ন্যায় পাণ্ডুর। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবেন কি তাঁহার অন্তর যেন কি বিষম দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছে। চারিদিকের বসন্ত সৌন্দর্য্য, বিহঙ্গের ললিত গীত, নবগঙ্গার মধুর হিল্লোল ও কুল কুল ধ্বনি এবং ক্রীড়াশীল পবনের মধুর ক্রীড়া সকলই তাঁহার নিকট আজি নিষ্ফল। তিনি চিন্তাগ্রস্ত।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সূর্য্য ডুবিয়া গেলেন। এ পারের রাখালেরা নিজ নিজ গোপাল লইয়া গৃহে চলিল। ও পারের শ্যামল দূর্ব্বাস্তরণময় প্রান্তরে বালকের দল ফুটবল খেলিতেছিল তাহারাও চলিয়া গেল। নদীর তীরে এক ব্যক্তি ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছিল সেও উঠিয়া গেল। হাট হইতে নানাবিধ দ্রব্য মস্তকে ক্রেতা ও বিক্রেতার দল আসিতেছিল ক্রমে ক্রমে তাহাদের শেষ ব্যক্তিও চলিয়া গেল। পূর্ব্বাকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, পশ্চিমাকাশে কিংশুক কুসুমের তুল্য বাল-শশধর হাসিতে লাগিল। দূর দেবালয়ে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিল। যুবক এখনও সেই ভাবে সেই স্থলে উপবিষ্ট। কেন—কে জানে?

সহসা পশ্চাৎ হইতে আর একটী সুগঠিত দেহ, কমণীয় কান্তিময় সুন্দর নব যুবক আসিয়া একটু দূর হইতে মৃদুস্বরে ডাকিলেন "সুকুমার"!

সুকুমার নীরব। আগন্তুক অগ্রসর হইয়া সুকুমারের স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। সুকুমার চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক বিস্মিত হইয়া বলিলেন "একি! তুমি এমন হইয়া গিয়াছ কেন? আমি যে ডাকিলাম তুমি কি শুনিতে পাও নাই? তোমার কি পীড়া হইয়াছে?

সুকুমার অপ্রতিভ হইলেন। প্রিয়তম বন্ধু সুনীল কুমার কতক্ষণ আসিয়াছেন,

তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তিনি কিছুই টের পান নাই। আপনাকে লইয়া নিজের দুরবস্থা লইয়া এতই বিব্রত ছিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন ভাই! আমাকে ক্ষমা করিও। আমি সংসারের ঝড়ে এমনি বিবশ হইয়াছি যে আমার জ্ঞান শূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার কোনও ব্যাধি হয় নাই।"

সুশীল কুমার বসিয়া পড়িলেন। সুকুমারও সঙ্গে সঙ্গে বসিলেন। উভয়ের মধ্যে আজি অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ। সুশীলের নিজ দুঃখের কথা বলিয়া সুকুমার অনেক সান্ত্বনা লাভ করিলেন। ক্রমশঃ চতুর্থীর চন্দ্র অস্ত প্রায়। অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। নদীতীর নির্জন, তদুপরি অন্ধকার, কচিৎ শৃগালের চিৎকার নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। দূর নদী সীমান্তে একটা চিতা বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আর নদীতীরে থাকা নিরাপদ্ ও শ্রেয়স্কর নহে ভাবিয়া দুই বন্ধুতে কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিলেন।

সুকুমার সুশীল কুমারকে বলিলেন "কতদিন পরে তুমি দেশে আসিলে, একবার আমাদের বাটীতে আসিবে না? মা তোমাকে দেখিলে কত আহ্লাদিত হইবেন, আর কমলার মুখেত তোমার প্রশংসা ধরে না।"

সুশীল কুমার বলিলেন "ভাই, আমি নদী তীরে ষ্টীমার,হইতে নামিয়াই তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তথায় শুনিলাম তুমি নবগঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছ, তাই ছুটিয়া তোমার কাছে আসিয়াছিলাম। দেখ এখনও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করি নাই, এই বেশ লইয়া এ রাত্রিতে জননী ও কমলার সহিত দেখা করা হয় নাই। কাল বৈকালে আমি নিশ্চয় আসিব—এক্ষণে ক্ষমা কর।" এই কথার পরে উভয়ে সাদর সম্ভাষণ ও কর মর্দ্দনের পর উভয়ে বিদায় লইলেন।

(২)

সুকুমার এবং সুশীল কুমার উভয়ে বাল্য বন্ধু। উভয়ের এক গ্রামে বাস, উভয়ের একত্র অধ্যয়ন, একত্র ক্রীড়া, অহরহঃ একত্র অবস্থান ছিল। অপরিচিত ব্যক্তি উহাদের সদ্ভাব দেখিয়া মনে করিত উহারা যমজ সহোদর।

সুকুমারের পিতা বিদ্বান্, সচ্চরিত্র ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। অনেক টাকা বেতন পাইলেও, বড় বড় সাহেব সুবার সহিত সর্ব্বত্র কথোপকথন এমন কি সদ্ভাব স্থাপন করিলেও তাঁহার মেজাজটা হিন্দু ব্রাহ্মণের মতই ছিল, সাহেবী হইয়া যায় নাই। বহু আত্মীয় কুটুম্বে তাঁহার ভদ্রাসন বাটী পূর্ণ ছিল ও উমেদার, ছাত্র, বিপন্ন প্রভৃতি বহু আত্মীয়ের কল্যাণে তাঁহার চাকরী স্থানের বাসা বাটীটীও দিন রাত মুখরিত থাকিত। বাটীতে সেঁজুতি, যম পুকুর হইতে সাবিত্রী, অনন্ত প্রভৃতি মেয়েলি ব্রত এবং ঘেঁটু, মনসা হইতে দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা পার্ব্বণ কিছুই বাদ যাইত না। তদ্ভিন্ন বার্ষিক ষাণ্মাসিক

শ্রাদ্ধাদিও অহরহঃ চলিত। তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই যেন অন্নসত্র লাগিয়া থাকিত। তাঁহার সুলক্ষণা সচ্চরিত্রা গৃহিনী একটী পুত্র একটী কন্যা প্রসব করিয়া গৃহস্থাশ্রম পবিত্র ও সার্থক করিয়াছিলেন। পুত্র সুকুমার সুন্দর ও মেধাবী, কন্যা কমলা যেন সাক্ষাৎ কমলা।

সুকুমারের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই এক ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্তে একটী সর্ব্বসুলক্ষণা নামে ও বয়সে এবং রূপে গৌরী দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কর্ত্তা প্রাচীন তন্ত্রের লোক, বিবাহে আপত্তি করিলেন না। গৃহিণীও মহা আহ্লাদ সহকারে নব-বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

সুকুমার ষোল বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, এই বৎসর এণ্ট্রান্স দিবে কমলা এগার বৎসরে পড়িয়াছে,—কন্যাকাল তাহার বিবাহের জন্য ঘটকের দল ঘন ঘন গতায়াত করিতেছে এমন সময় চাকরী স্থানে সহসা কর্ত্তার কাল হইল। গৃহিণীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাঁহার সাজান বাগান শুখাইয়া গেল। সাধের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। যে গৃহে শস্য নাই সে গৃহে ইন্দুর ও পারাবত প্রভৃতির উপদ্রব থাকে না, কুটুম্বের পাল প্রভাতের নক্ষত্রের ন্যায় একে একে অস্তমিত হইতে লাগিল। সুকুমার এণ্ট্রান্সে ফেল হইলেন। বিপদ্ কখন একাকী আসে না। লক্ষ্মী যখন যান তখন কোথা দিয়া অলক্ষিতে চলিয়া যান। "হগ এবং বুল" কোম্পানীর ব্যাঙ্কে কর্ত্তা পঞ্চাশ সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন হঠাৎ সেই ব্যাঙ্ক ফেল হইল, টাকাগুলি ভাসিয়া গেল! নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি ষড় যন্ত্র করিয়া লাট বন্দীর টাকা বাকী ফেলিয়া জমীদারী নিলাম করাইয়া নিজস্ব করিয়া নিজ নিজ লবণের মহিমা ঘোষণা করিল।

গৃহিনী বাস্তবিকই অনাথা হইলেন। নিজের যৎসামান্য সঞ্চিত টাকা ও অলঙ্কার (কর্ত্তা যেরূপ দানশীল ছিলেন, তদ্রূপ ব্যক্তির পত্নীর বহুমূল্যের রত্নালঙ্কার প্রায়ই থাকে না।) বিক্রয় করিয়া তিনি ভদ্রাসনে কায়ক্লেশে পুত্র কন্যা লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিগে শুভলগ্নে পৌত্র লাভ হইল। সুকুমার আরও দুই বার এণ্ট্রান্স দিলেন—ফেল হইলেন।

সুকুমারের সুকুমার স্কন্ধে—বিধবার বৃদ্ধা মাতার, যুবতী পত্নীর, শিশু পুত্রের ভার, তাহার উপর সহোদরার বিবাহের চিন্তা,—সে বেচারার দেহ রক্ষাই ভার আর পাশ করিবে কি? সুশীল কুমারের পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। তাঁহার পসার প্রতিপত্তি খুব, সুতরাং অর্থাগমও খুব। তিনি সুশীল সচ্চরিত্র বিনয়ী সবই—কিন্তু এ কালের ধরণের। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি নাই, অপব্যয় নাই। জীবনটী বিংশ সহস্র মুদ্রায় বীমা করা আছে। তাঁহারও দুই সন্তান সুশীলা ও সুশীল কুমার। সুশীলা সুন্দরী ও সুশীলা এবং যথোপযুক্ত সৎপাত্রসাৎ হইয়াছে।

তাহার স্বামী একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। এলাহাবাদে। বিলাতী ধরণে হৌস খুলিয়া তিনি দেশে একজন আদর্শ স্থানীয় ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছেন। মধ্যে জাপান গিয়া তিনি বাণিজ্যে কয়েকটী নূতন তত্ত্ব শিখিয়া আসিয়াছেন। সমাজ দিন কত ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিয়াছিল কিন্তু একটী ভারি গোছের "প্রায়শ্চিত্ত"— করাতে সকল আপত্তিই নির্ম্মূল হইয়াছে।

তাঁহার নাম অতুল বাবু অথবা মিঃ ব্যানার্জি। তাঁহার কোম্পানীর নাম "ব্যানার্জী বোস্ এণ্ড কোং।"

সুশীল কুমার উচ্চ প্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স, এফ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি বি এ পরীক্ষা দিয়াছেন। এখনও ফল বাহির হয় নাই, অবকাশ। সেই জন্য দেশে আসিয়াছেন। তিনি সুশিক্ষিত, বিনয়ী, সচ্চরিত্র এবং অবিবাহিত। তাঁহার পিতা দুই একবার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। ভিতরে একটু কথা আছে তাহা খুলিয়া বলা ভাল।

সুকুমারের ভগিনী কমলাকে তিনি শিশুকাল হইতেই বড় পছন্দ করেন, তাহারই আশায় এখনও বিবাহ করেন নাই। এটা কি দোষের? হয় হউক, আমাদের উপাখ্যান বলা কাজ, করিয়া যাই। সুশীল কুমার পিতার অপেক্ষা নব্য তন্ত্রের দিকে আরও একটু অগ্রসর। স্ত্রী শিক্ষা, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ, স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার বাল্যবিবাহ লোপ এই সব সামাজিক তত্ত্বের তিনি একজন উৎসাহী অধ্যাপক।

পরিচয় এইপর্য্যন্ত থাকুক; এখন প্রকৃত কথা চলুক।

(৩)

পরদিন বৈকালে সুশীল কুমার সুকুমারের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সুবৃহৎ প্রাসাদ সদৃশ সৌধ সংস্কারাভাবে একেবারে শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছেন—অলক্ষ্মী একচ্ছত্রা রাজত্ব করিতেছেন, তাহার চিহ্ন সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি সুকুমারের অতীত সুখ সম্পত্তি সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা ভাবিতে ভাবিতে রুদ্ধ বহির্দ্বারে করাঘাত করিলেন। কেহই উত্তর দিল না। পরে ডাকিলেন "কমলা, কমলা" ভিতরে কমলার মাতা কমলার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছিলেন, বাহিরে কে ডাকিতেছে শুনিয়া বলিলেন "কমলা দেখ্‌ত মা, বুঝি সুশীল" এসেছে, যা দোর খুলে দিয়ে আয়। কমলার কবরী বন্ধন সমাপ্ত হয় নাই, তৈল সিক্ত সুচিক্কণ কৃষ্ণ রেশমের মত এক পিঠ চুল লইয়া একখানি রং করা পুরাতন শাড়ী পরা—কমলা "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" মৃদু মৃদু পদে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। চারি বৎসরের পর এই দর্শন। উভয়েরই যেন কেমন নূতন ঠেকিল। কমলা যেন কত অপ্রতিভ হইল। সুশীল কুমার

বলিলেন "কমল, আমাকে কি চিন্‌তে পার নাই ?"

কমলা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাঁহার বড় লজ্জা করিতে লাগিল সে দ্রুত পদে একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া কোথায় পলাইয়া গেল। সুশীল কুমার ভাবিলেন—

"ভাল করি দেখন না গেল"

দেখিতে দেখিতে মেঘ ক্রোড়লুপ্ত সৌদামিনীর ন্যায় কমলা কোথায় চলিয়া গেল। তিনিও অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় কমলার মাতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা বলিলেন "সুশীল—এস, এস, ওখানে দাঁড়াইয়া কেন ? তুমিও কি আমাদের পর মনে করিলে ? কমল কোথায় গেল ? সুশীল কুমার অবনত হইয়া কমলার জননীর পদ বন্দন করিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের প্রকোষ্ঠে দেখেন কমলা দূরে অধোবদনে দাঁড়াইয়া নখে কি লিখিতেছে। জননী অলিন্দে একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া সুশীল কুমারকে বসাইয়া নানাবিধ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সুশীল কুমারও তাহার যথোচিত সদুত্তর দিতে লাগিলেন। কমলা নিকটস্থ হইতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া জননী বলিলেন "কমল, সুশীলের কাছেও তোমার লজ্জা ?—ছি ?—কাছে এস, বস," কমলা অগত্যা জননীর কথায় নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলে পর, জননী সুশীল কুমারকে বলিলেন "দেখ, কমলাকে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়াছি। আরত উহাকে আইবড় রাখা যায় না।"

সুশীল। কমলার মত বালিকার সুপাত্রের অভাব ?

জননী। আমরা যে এখন গরীব হইয়াছি বাবা, গরীবের মেয়েকে কে নেবে ?

সুশীল কুমার দেশের দুর্গতির কথা শুদ্ধ মনে ভাবিতে লাগিলেন। এইন সময় সুকুমার তাঁহার পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া— নিকটস্থ দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন আনিলেন। সুশীল কুমার এত শীঘ্র আসিয়াছেন দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়া কমলাকে বলিলেন "কমল শীঘ্র সুশীলকে জলখাবারের যায়গা করিয়া দাও।" কমলা নীরবে নত মুখে অগ্রজের আদেশ প্রতিপালন করিল।

নানাবিধ কথোপকথনে রাত্রি হইল। কমলা অল্পে অল্পে লজ্জাকে পরাস্ত করিল। আবার তাহার পূর্ব্ব সরলতা জাগিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দুই একটী কথায় যোগ দিতে লাগিল।

জননী সুশীলকে বলিলেন "সুশীল, আজ কমলা রান্না করুক, তুমি এখানে খাও। দেখ, কমল কেমন রাঁধিতে পারে। কমল রাঁধিতে পারে ইহা এখন আমার পক্ষে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় হইয়াছে। জননীর চক্ষু দিয়া দরদর জল পড়িতে লাগিল। সুশীল কুমার বুঝিতে পারিলেন জননী অতীত সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়া বিচলিত হইয়াছেন। তিনি এই নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

সুশীল কুমার জননীর নিকট অবগত হইলেন যে কমলা আলস্য কাহাকে বলে জানে না, সহোদরের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, গৃহ কার্য্যেও পরম নিপুণ হইয়াছে। এক গুণবতী প্রতিবেশিনীর দয়ায় সে নানাবিধ সূচীকর্ম্ম ও পশমের শিল্প উত্তম শিখিয়াছে। জননী আজি বহু দিবস পরে পুত্রতুল্য প্রাণাধিক সুশীলকে নিকটে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন অনুভব করিতে লাগিলেন। সুখের সময় যখন সুশীল সুকুমারের সহিত খেলা করিতে আসিত তখন দুইজনকে লইয়া কত উপকথা বলিতেন, কত খেলা দিতেন, তাহাদের দুইজনকে সন্তুষ্ট দেখিলে কতই আহ্লাদিত হইতেন, আজি এ দুঃখের সময়ও তাঁহাকে নিকটে পাইয়া নানাবিধ বাক্যালাপে জননীর তাপক্লিষ্ট অন্তঃকরণ যেন কত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

জননী কমলার হস্ত নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য সুশীলকে দেখাইলেন। সুশীল-কুমার ঐ সকল দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সুকুমার যে এণ্ট্রান্স ফেল হইয়া কেবল বৃথা সময়ক্ষেপ করেন্ নাই, সুশীলকুমার তাহাও বুঝিলেন। নিজে শিক্ষার মর্ম্ম ও মধুরতা উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে তিনি কখনও ভগিনীর শিক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন লইতেন না।

অবশেষে জননী বলিলেন "সুশীল, ছেলে বেলায় তুমিই কমলাকে পড়াইতে, তুমি তাহার বর্ণপরিচয় করাইয়া ছিলে, তোমার নিকট পড়িতে সে বড় ভাল বাসিত। গুরুমহাশয় কেবল বেতন লইত মাত্র তুমিই উহার গুরুমহাশয় ছিলে, এখন তুমি একবার তাহার বিদ্যার পরীক্ষা লও।

হাস্য-মুখে সুশীলকুমার কমলাকে ডাকি-লেন। কমলা নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার মুখ লজ্জায় অবনত। জননী বলিলেন "কমল লজ্জা করিলে চলিবে না, পরীক্ষার সময় লজ্জা নাই।"

সুশীল। কমল, তুমি এখন কি পুস্তক পড়িতেছ ?

কমলা। রঘুবংশ।

সুশীল। কি ? কালিদাসের রঘু-বংশ ? মূল ?

কমলা। না, নবীন বাবুর অনুবাদ।

সুশীল। তা ও বেশ উৎকৃষ্ট পুস্তক, ত্রয়োদশ সর্গ পড় দেখি। কমলা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার সতেজ অথচ মিষ্ট স্বরে পয়ার আবৃত্তি শুনিয়া সুশীল ও সুকুমার দুইজনে মোহিত হইলেন। তাহার পর যেখানে কমলা—

"অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলেন সাগর,
শতমুখে নদীকুল চুমিছে তাঁহারে,
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ অধর
চতুর সরিত পতি তোষেন সবারে।"

পড়িতে লাগিলেন, সুকুমার লজ্জায় অধো-বদন হইলেন। গৌরী ঠাকুরাণী ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু একটু হাস্য করিলেন।

পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া সুশীল কুমার বলিলেন "বাস্তবিক কহিতেছি কমল,

আমি আশাতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার পারিতোষিক আমার নিকট গচ্ছিত থাকিল।"

রাত্রিতে ভোজনের পর সুশীল কুমার নিজ গৃহে আসিলেন। আসিবার সময় কমলার জননী বলিলেন "যত দিন বাড়ীতে থাক প্রত্যহ একবার করিয়া আসিও।" কমলার শিক্ষার বড় সুবিধা হইবে, সুকুমার আহ্লাদিত হইবে আর আমিও বড় সন্তুষ্ট হইব। আমার সে দিন থাকিলে আসিবার জন্য জোর করিতাম, এখন তোমার দয়া।"

বলা বাহুল্য সুশীল কুমার সাগ্রহে সেই অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন।

সুকুমারের গৃহলক্ষ্মী গৌরী ঠাকুরাণী নির্জ্জনে কর্ত্তাকে পাইয়া মৃত মধুর হাস্যে বদন মণ্ডল জ্যোৎস্না স্নাত করিয়া বলিলেন "ভগিনীর পড়ার পুরস্কার কি ঐ অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা শ্লোকের মতানুযায়ী হইবে নাকি? তাহা হইলেই সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়।"

সুকুমারের দুঃখের মধ্যে সুখ, অন্ধকারে আলোক, দুর্ভাগ্যে সৌভাগ্য এই গৌরী। গৌরীর চিবুকে হাত দিয়া সুকুমার বলিলেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

৪

কেমন? সুশীল কুমার বি, এ, পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ডেপুটী গিরি পরীক্ষা দিবার মনস্থ করিয়া আবশ্যক বিষয়ের অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন। পরিশ্রমের জন্য সময় বিভাগ করিয়া অপরাহ্নে যেটুকু অবকাশের ও ভ্রমণের জন্য রাখিয়াছিলেন সেই সময় টুকু কমলার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইল। কমলার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর ছিল। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে পুষ্প-কলিকা যেমন বিকসিত হইতে থাকে, কমলার অন্তঃকরণও তদ্রূপ অনুকূল উপদেশ ও শিক্ষার সহায়তায় ক্রমশঃ বিকসিত হইতে লাগিল।

নবজাত ঋতুরাজ যেমন বনলক্ষ্মীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিবিধ কিশলয় কুসুম সম্ভারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, চিত্রকরের তুলিকা যেমন চিত্রখানিতে বিবিধ বর্ণ বিন্যাসে ক্রমশঃ সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলে, কমলার নব যৌবন তেমনই তাহার দেহশ্রীকে নানা উপাদেয় উপচারে মনোহর করিয়া তুলিতে ছিল। একেত কমলা পরমাসুন্দরী ছিলেন নব যৌবনের লাবণ্য তাহার উপর যেন স্বর্ণের উপর রসায়নের কার্য্য করিতে লাগিল। সেই অচিরোদ্গম-যৌবনা কিশোরী যখন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগের সহিত পাঠ আবৃত্তি করিতে থাকিত তখন কি অপূর্ব্ব শোভাই হইত!

তাহার কুঞ্চিত অলক দাম কম্পিত, নাসাপুট বিস্ফারিত, কপোলদেশ আরক্ত হইয়া উঠিত। পূর্ব্ব সম্পদের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ দুইটী মুক্তার দুল সেই ক্ষুদ্র পাতলা পত্র সদৃশ কর্ণ প্রান্তে দুলিয়া দুলিয়া তাহাদের জন্ম ও দর্শকের চক্ষু উভয় সফল

করিত। কমলার দেহ সম্পদের আর এক বিশেষত্ব ছিল। তাহার অঙ্গ হইতে স্বতঃই পদ্ম গন্ধ বাহির হইত। সুশীল কুমার প্রথমে মনে করিতেন কমলা বুঝি কোন গন্ধ তৈল বা এসেন্স ব্যবহার করেন। কিন্তু সেই দরিদ্রের গৃহে বিলাসোপকরণ গন্ধ তৈল বা এসেন্সের সম্ভাবনা কোথায়? যে বিধাতা গোলাপ কমলাদি কুসুমে, কস্তুরী মৃগে, অধম খটাসে, এমন কি পদদলিত তৃণ সমূহেও অনন্ত সৌরভ ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই বিধাতাই কমলার দেহ শ্রীকে সৌরভ গৌরবে কৃতার্থ করিয়াছেন। সমান রূপ, বয়স, ও তদুপরি উভয়ের সমান মন। এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল, কমলাও সুশীলকুমার উভয়ে পরস্পর গাঢ় অনুরাগে বদ্ধ হইলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। পিতা ইহার মধ্যে সুশীল কুমারকে কলিকাতা যাইবার জন্য মাঝে মাঝে পত্র লিখিতেন। কিন্তু তিনি রাজধানী অপেক্ষা নির্জন পল্লীগ্রামই, পাঠানুশীলনের পক্ষে প্রশস্ত এই কথা বলিয়া পিতাকে নিরস্ত করিতেন। প্রকৃত কারণ পিতার অগোচর থাকিলেও তাহা পাঠিকা ভগিনীদিগের অজ্ঞাত নাই।

কমলার মাতা ও ভ্রাতা ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না। অথবা তাঁহারা এই শুভ অনুরাগে পরম আহ্লাদিতই হইলেন। সুশীলকুমারের পিতা ধনবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। পুত্রের বিবাহে অর্থোপার্জন তিনি কখনই করিবেন না, বিশেষতঃ তিনি যেরূপ পুত্রবৎসল, তাহাতে সুশীল কুমারের অভিলাষে তিনি কোন বাধাই দিবেন না। সুতরাং সুশীলকুমার ও কমলার সৌন্দর্য্য পূর্ব্ব রাগে পর্য্যবসিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কোন আশঙ্কারই সঞ্চার হইল না।

ডেপুটী পরীক্ষার সময় আসিল। সুশীল কুমার অতি কষ্টে কমলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেলেন। কমলার মাতার অভিপ্রায় ছিল যে সুশীল কুমারের সহিত বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া সুশীল কুমারের কি ইচ্ছা তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে। কিন্তু কি জানি আবার কি ভাবিয়া সে কথা বলি, বলি, করিয়াও বলিলেন না। কেবল কমলার জন্য একটী সুপাত্রের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সুশীল কুমারকে বিশেষ অনুরোধ সহকারে বলিলেন। সুশীল কুমারও নত মুখে "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি জানাইলেন ও সুকুমার প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

সুশীল কুমার কলিকাতা পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে সুকুমার নিম্নোদ্ধৃত পত্রিকাখানি প্রাপ্ত হইলেন;—

"ভাই সুকুমার.

"আমি এখানে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমার মন প্রাণ তোমাদের নিকট পড়িয়া আছে। মা আমাকে অনেক করিয়া কমলের জন্য সুপাত্রের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছেন আমি ঘোর স্বার্থান্ধ, আমা হইতে এ কাজ হইবে না।

যদি তোমাদের কোন আপত্তি না থাকে আমি কমলার সুখ শান্তির নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তোমরা সম্মত না হও তাহাও আমাকে জানাইও ;—আমি পথ চাহিয়া রহিলাম।

"আমার পিতা মাতার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিমত।

তোমার স্নেহাস্পদ
শ্রীসুশীল কুমার"

সুকুমার ও তাঁহার মাতা হাতে স্বর্গ পাইলেন। রূপে, গুণে বিদ্যায়, চরিত্রে, কুলে, শীলে, সম্পদে এমন সুপাত্র সকলের পক্ষেই দুর্লভ,—তাঁহাদের মত দরিদ্রের পক্ষেত কথাই নাই। তাঁহারা ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, মাতা মনে মনে কত ঠাকুরের পূজার মানসিক করিলেন।

সুকুমার ফেরত ডাকেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া পত্র দিলেন। পরে উভয় পক্ষ হইতে যথারীতি বাগ্‌দান হইয়া গেল। বাগ্‌দানের পর স্থির হইল যে ডেপুটী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইলে—বিবাহ হইবে।

কমলা ও সুশীল কুমার এখনও বিবাহিত হন নাই কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুই একখানি পত্র বিনিময় হইত। ইহা সুনীতি কি কুনীতি তাহার বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি, নৈতিক অধ্যাপকের আসন লইতে বসি নাই।

পাঠিকারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ভাবিবেন "বেহায়া মেয়েটা কি চিঠি লেখে"—তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কমলার পত্র একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

শ্রীচরণেষু।—

আপনার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ও আপনি ভাল লিখিতে পারিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। এখন আপনার অবকাশ আসিল, এইবার আমার কবিতা-গুলি আপনাকে দেখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর, আপনার যাহা ইচ্ছা পুরস্কার দিবেন। আপনি এখান হইতে গিয়াছেন, সেই অবধি লেখা পড়ায় মন লাগিতেছে না।

আপনার উপদেশ মত ঈশ্বরোপাসনা ও কবিতা রচনা আমার অবলম্বন। আপনি আমার--থাকুক সে কথা। আজ একটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইতেছি দেখুন।

বসন্ত পঞ্চমী।

প্রভাত চতুর্থী নিশা, পঞ্চমীর রবি,
উদিল পূরবাকাশে মনোহর ছবি।
রক্ত বাস পরীধান প্রকৃতি সুন্দরী।
হাসিছেন নীহারের মুক্তা মালাপরি।
মলয় অচল হ'তে হইয়া বাহির।
এই মাত্র সমাগত বসন্ত সমীর।
বসন্তের আগমন করিয়া শ্রবণ।
উত্তরের পথে শীত করে পলায়ন।
পাপিয়া কোকিল আদি বিহঙ্গমগণ।
অগ্রসরি ঋতু রাজে করে আবাহন।
বাসক অশোক বক কিংশুক সুন্দর।
গাছে গাছে বিকসিত কুসুম বিস্তর।

পুণ্য তোয়া গঙ্গানীরে শত নারীনর
স্নান সমাপন করি চলেছেন ঘর।
সঙ্গে কত দলে দলে বালক বালিকা
হস্তে ফুল বিল্ব পত্র আম্রের কলিকা।
মণ্ডপে প্রতিমা শোভে নীলাম্বর পরা,
শ্বেতকায় সিতাম্বুজে হস্তে বীণা ধরা।
পুরোহিত ভক্তি ভরে করিছেন ধ্যান,
বালক বালিকা করে পুষ্পাঞ্জলি দান।
"দাও বিদ্যা দাও যশ, দাও পুত্র ধন,"
এই বলি নমস্কার করে কতজন।
কমলা প্রণতি করে সারদার পায়
"দাও তাঁরে"—মন আর কিছু নাহি চায়।

কমলা। (ক্রমশঃ)

অশুভশংসী বায়স।

দেবররাজ মানসিংহের পুত্র রামসিংহ, স্বীয় দর্প ও ঔদ্ধত্যগুণে আত্মীয় স্বজন সকলের অপ্রিয় চক্ষুঃশূল হইয়া, নিতান্ত দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন। পিতৃব্য ভক্তসিংহের সহিত বিবাদ করিয়া নগরের বহির্ভাগে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

ভোজনগরের জারিজা মহিষী পিতৃসদন হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বামীর রণসঙ্গিনী হইয়া এই সেনানিবেশে আসিয়া উপনীত হইলেন।

মহিষী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানের সহিত শকুন শাস্ত্রে বিলক্ষণ সুদক্ষা ছিলেন।

কিন্তু এতাবৎকাল তাহার সম্যক্ পরীক্ষা ঘটে নাই।

মহারাণী সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র স্বামীর এই দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত থাকিতেন, কিন্তু প্রতিকারে ক্ষমতা ছিল না। উপস্থিত অন্তর্ব্বিবাদের কারণ পরিজ্ঞাত ছিলেন, সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া দিন কাটাইতেছিলেন।

যখন অমঙ্গলের বায়ু বহিয়া যায় তৎকালে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্তরের বাহিরে প্রকাশিত হইতে থাকে।

অদ্য রজনী পোহাইবামাত্র ভগবান্ মরীচিমালী সহস্র কিরণে দিগন্তের গায়ে ফুটিবামাত্র ধরণী নয়ন উন্মীলন করিল।

মানবের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই পশু পক্ষী সর্ব্বাগ্রেই দিবসের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

রাজা রামসিংহ এখনও নিদ্রিত। জারিজা মহিষী উষাকালে উঠিয়া স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবার্চ্চনায় বসিয়াছেন, কিন্তু ঘোর কুগ্রহ তাহাকে দেবনিকেতনেও পরিত্যাগ করিতেছে না। তিনি কোন মতে একাগ্রচিত্তে দেবতার শরণাগত হইতে পারিতেছেন না। কেবল অমঙ্গল কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া, চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে।

পটগৃহের বস্ত্রপ্রাচীরের দক্ষিণ দিকে কোথা হইতে একটা কৃষ্ণবর্ণের কাক আসিয়া অতি কর্কশস্বরে তিনবার কা কা কা ধ্বনি করিয়া উঠিল।

চঞ্চলচিত্তা দেবপূজানিরতা মহিষীর সেই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে রাজপূতরমণীর ন্যায় দৃঢ় মনে একটী বন্দুকের সাহায্যে বায়সের প্রাণ সংহার করিয়া আবার নিজাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে নিমগ্না হইলেন।

বন্দুকের শব্দে রামসিংহের হঠাৎনিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সুকোমল শয্যায় শুইয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কাহার হঠকারিতায় তাঁহার কল্পনারাজ্যোপভোগ ভঙ্গ হইল, ইহা ভাবিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ কুপিত স্বরে পরিচারকগণকে আহ্বান করিয়া বিনা বিচারে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন।

কে এমন সুপ্রভাতে বন্দুকের ধ্বনি করিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে আনয়ন কর। পরিচারক কহিল "মহারাজ অপর কেহ নয় স্বয়ং জারিজামহিষী বন্দুকের আঘাতে বায়স হত্যা করিয়াছেন। পাছে মহারাজের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়।"

উদ্ধত নৃপতি ক্রোধে এমন অন্ধ হইয়া ছিলেন যে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীকেও ক্ষমা করিতে অপারগ হইলেন।

কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন রাণীকে বল এখনি আমার রাজ্য ত্যাগ করুন।" আমি এমন স্ত্রীর মুখ দর্শন করিব না। এই আজ্ঞা লইয়া দাসী উপাসনা গৃহের সন্নিধানে গিয়া অতি বিনীত ও কুন্ঠিত ভাবে দণ্ডায়মানা রহিল।

এরূপ পরুষবাক্যে মহারাণীর দুর্ব্বিপাকের সংবাদ দিতে তাহার মুখে বাক্য সরিতেছে না।

রাণী অশুভভাষী বায়স হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন মনে করিলেন বটে কিন্তু তাহার হৃৎপিণ্ড অনাহত ভাবে বাজিতে লাগিল। চক্ষে স্বতই অকারণে জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল। পুষ্পমালে পরিশোভিতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা, হরধ্যানমগ্না স্বয়ং গৌরী স্বরূপিণী রাণীর স্বরূপ দর্শনে, দাসী মুগ্ধা হইয়া অনিমিষ নয়নে সেই দেব শোভা দেখিতেছিল।

দুর্ভাবনা রাণীর একাগ্রতা ভঙ্গ করিল। চক্ষুরুন্মীলিত করিবামাত্র দেখেন দাসী অসময়ে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া। তিনি নির্ম্মাল্য গ্রহণ না করিয়া ব্যস্ততা সহকারে অতি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন—

"কেন দাসী এ অসময়ে? কি অভিপ্রায়? দাসী করপুটে বিনয়াবনত বদনে অশ্রুগদগদ স্বরে কহিল "মহারাজের আদেশ লইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া নীরব হইল। তখন জারিজা মহিষীর অন্তঃকরণে বায়সের অমঙ্গল বাণীর সত্যতা জাগিয়া উঠিল কহিলেন দাসি! তুমি নির্ভয়ে রাজার আজ্ঞা পালন কর। দাসী কহিল বায়স হত্যাকারীর রাজ্যত্যাগ আদেশ হইয়াছে॥

রাণী শুনিবামাত্র স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া আবার কিয়ৎক্ষণ দেবতার দিকে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন, পরে দাসীকে কহিলেন "আচ্ছা আমাকে একবার রাজ সন্নিধানে লইয়া চল।"

দাসী রাজসমীপে রাণীর কাতর নিবেদন জনাইলেও অসম্মত হইলেন এবং কহিলেন এরূপ স্ত্রীর আমি মুখ দর্শন করিব না, রাণীকে পিত্রালয়ে যাইতে বল।"

রাণী বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া আবার বিদায় দর্শন প্রার্থনা করিলেন, তখন পাষাণ হৃদয় রাজার মনে আপত্তির মেঘ কাটিয়া গেল।

রাণী আসিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় স্বামীর পদে লুণ্ঠিত হইয়া কতই কাকুতি মিনতি পূর্ণ বচনে কহিলেন "স্বামিন্ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। জীবনে এমন ভুল আর হবে না! বরং এই নিষ্ঠুর আজ্ঞার পরিবর্ত্তে আমার এই তুচ্ছ প্রাণ নিহত করিতে আদেশ করুন।" গর্ব্বিত রামসিংহের প্রস্তর কঠোর হৃদয় অনমনীয়। পত্নীর করুণবাক্যে দ্রব হইল না, তিনি সজোরে পা ছাড়াইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন না—কখনই না, পুরুষের যে কথা সেই কাজ। আমি বীর! আমি রমণীর ছলনায় প্রতারিত হই না। তুমি এই দণ্ডেই বিদায় হও।"

সমুদ্র মধ্যে ঝটিকা বিতাড়িত তরণীর ন্যায় একটি তরঙ্গাঘাতে নৌকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার কুলে পড়িল।

রামসিংহের এরূপ অন্যায় কার্য্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া রাজপুতবালার হৃদয়ে ঘৃণা অভিমান প্রদীপ্ত হইয়া পড়িল। তখন একেবারেই তাহার রূপের পরিবর্ত্তন হইল।

তিনি আহত ভুজগীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি ত্যাগ করিলেন, ভাল! আমাকে আপনি ত্যাগ করিলেন ভাল। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সতীর নয়নের জলে, হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে মারবারের সিংহাসন দগ্ধ হইবে!!"

মহিষী এই অভিশাপ প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন, আর সেই উদ্ধত পতির মুখের দিকে চাহিলেন না। অভিমানিনী তদ্দণ্ডেই, পিতৃসৈন্য সমভিব্যাহারে স্বামিরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

পরমুহূর্ত্তেই রামসিংহের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল ও অকস্মাৎ দশাননের ন্যায় রাজমুকুট মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী।

সামাজিক সংস্কারের আবশ্যকতা।

এ দেশের অনেকের মনে এরূপ বিশ্বাস—পরাধীন জাতির কোনও কালে উন্নতির আশা নাই। কিন্তু স্বদেশের উন্নতিকল্পে এমন অনেক কার্য্য আছে, যে, সে সকলের সহিত রাজার বা রাজবিধির প্রতিকূলতার সম্ভাবনা নাই। রাগদ্বেষাদিশূন্য, প্রশান্ত পবিত্র হৃদয় যেমন সেই নিত্য—সত্য—ভূমা নন্দময়ের বিহারক্ষেত্র, সদাচারপূত সুসংস্কৃত লোকসমাজ সেইরূপ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিহারক্ষেত্র। মলিন দর্পণে যেমন

পদার্থ প্রতিফলিত হয় না, কলুষিত সমাজে সেইরূপ উন্নতির ছায়াও পতিত হয় না। ভূরি ভূরি কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় আমাদের উন্নতির পথ চাপা পড়িয়া আছে। সে আবর্জ্জনারাশি যাবৎ পরিষ্কৃত না হইবে, তাবৎ গন্তব্য পথ প্রকাশিত হইবে না। এজন্য প্রকৃত স্বদেশসেবা—সমাজসংস্কার।

আমাদের অধোগতির প্রধান কারণ—স্ত্রীশিক্ষার অভাব। "আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামা সনাতনম্"—নারীগণ, আত্মার পবিত্র ও সনাতন জন্মক্ষেত্র। এই ঋষিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—প্রসূতির সর্ব্বাঙ্গীণ বিশুদ্ধতা ও শাশ্বত পুণ্যশীলতা সন্তানের সর্ব্বকল্যাণের নিদান। সংক্ষেত্র বিনা সুফলের প্রত্যাশা কোথায়? যাঁহাদের উপর সমস্ত মানবজাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের তদুপযোগিনী শিক্ষা যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ দেশের আধুনিক প্রসূতি ও সন্তানগণের অবস্থা ভাবিলে হতাশ হইতে হয়। এ সংসার, রুগ্নভগ্নের আর্ত্তনাদের জন্য নহে, নির্জীব পুত্তলিকার লীলাভূমি নহে। ইহা কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র। এ স্থানে ভীমার্জ্জুনের ন্যায় অখণ্ড কর্ম্মবীর চাই।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়রমণীরা গর্ভাবস্থায় বীরচরিত্র শ্রবণ, মনন ও অনুশীলন দ্বারা সেই ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। অলক্ষ্যভাবে তাঁহাদের গর্ভস্থ শিশুরা, সেই সকল ধর্ম্মবীর, দয়াবীর, দানবীর ও রণবীরগণের তেজে অনুপ্রাণিত হইত। শিশুগণকে জননীরা নানা উপায়ে সৎসাহসে ও সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিতেন।

পৃথিবীতে যাঁহারা বড়লোক হইয়াছেন, অনুসন্ধানে জানা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলে বড় মায়ের সন্তান। প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা যেমন সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়, তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিষয়। কিন্তু কঠিন বলিয়া পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। আমাদের কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, আমাদিগকে চূর্ণ হইয়া যাইতে হইবে, আমাদের অস্তিত্বই থাকিবে না। স্ত্রীশিক্ষাই প্রত্যেক পরিবারের গৃহসংস্কারের মূল, এবং প্রত্যেকের গৃহসংস্কারই সমাজসংস্কার।

যে জাতি যতই অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হউক না, তাহাদের উন্নতি বিষয়ে এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা, তাহারা রাজসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন করিতে পারে। আমাদের সমাজশরীরে অনেকগুলি মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। সে সকলের নিরাকরণ বিষয়ে কস্মিন্ কালেও রাজকীয় প্রতিকূলতার আশঙ্কা নাই। আমরা সনাতন প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রকৃত শাস্ত্রানুশাসন, লঙ্ঘন পূর্ব্বক কুসংস্কার ও কদভ্যাসের দাস হইয়া, যে সকল অনাচারের বিষময় ফল ভোগ করিতেছি, তাহার জন্য দায়ী কে হইবে? গৃহসংস্কার বা আত্মসংস্কার স্বয়ং না করিলে কে করিবে? বংশপরম্পরা যাহাতে প্রতিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, ধর্ম্মবীর, ও কর্ম্মবীর হয়, তদনুরূপ নিয়মে দারক্রিয়া ও জীবনপ্রণালীর অনু-

ষ্ঠান সমস্ত শাস্ত্রকারের অভিমত। আমরা বৈবাহিক সম্বন্ধকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছি। সম্বন্ধপরিসরের এই সঙ্কীর্ণতা আমাদের জাতীয় বলপুষ্টির অন্তরায়। হিন্দুশাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে, অসবর্ণ বিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন,—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,"—হীনবংশ হইতেও নারীরত্ন গ্রহণ করিবে। অনন্তর ভগবান্ মনু প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন;— (১)

"অধমকুলোৎপন্না অক্ষমালানাম্নী রমণী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সহিত, এবং ঐরূপ নিকৃষ্টজাতীয়া শারঙ্গীনাম্নী রমণী মন্দপালনামক মহর্ষির সহিত বিবাহিতা হইয়া সর্ব্বলোকের পূজিতা হইয়াছিলেন।" কিন্তু হায়! অসবর্ণ বিবাহ দূরে থাক, আমরা সবর্ণ বিবাহপরিসরকেও সঙ্কুচিত করিয়াছি। রাঢ়ীয় বৈদিক, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, এবং উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি কায়স্থ কি পরস্পর সবর্ণ নহে? বঙ্গের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, প্রভৃতিরা পশ্চিমের ও অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির কি সবর্ণ নহে? তবে কেন আমরা সম্বন্ধবিস্তারের পথরোধ করিয়া ক্রমশঃ ক্ষেত্র ও বীজের ধ্বংসসাধন করিতেছি? উপনিষদে "দুহিতা" শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি, যথা,—"দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা"—অর্থাৎ কন্যায় বিবাহসম্বন্ধ যতই দূরে দূরে হয় ততই মঙ্গল বৈবাহিক সম্বন্ধের ক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত হয়, বলবীর্য্যাদির ততই উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। অধুনা অপূর্ণযৌবনা নারীরা অপক্কবীর্য্য পতিরসহবাসে সন্তান প্রসব করিতেছেন। দম্পতীর অনাচারে প্রসূতি ও সন্তানগণ অশ্রুতপূর্ব্ব উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, অশেষ যাতনা পাইতেছে ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহাতে সমাজের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পূর্ব্বকালে যখন এ ভারতভূমি বীরভূমি বলিয়া খ্যাত ছিল, তখনকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তখনকার তুলনায় আমরা সে দেশীয় ও সে জাতীয় বলিয়া পরিচিত হইবার বিন্দুমাত্রও যোগ্য নহি। আমরা মনু, পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিগণের ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সে সকল আর্য্য ঋষির কোন ধার ধারি না। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় মনুষ্য; আমরা কেবল মারাত্মক কুসংস্কারপরম্পরার অধীন। প্রয়োজন হইলে স্বকপোলকল্পিত বচনকে প্রাচীন ঋষিবাক্য বলিয়া ঘোষণা করিতেও পরাঙ্মুখ হই না। হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ এইরূপ বিশ্বাস যে, কন্যার প্রথম যৌবন গর্ভাধানের অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির প্রকৃত সময়। কিন্তু যুক্তি বা শাস্ত্র ইহার বিরোধী। যেমন শিশুদের দন্তোদ্গম হইবামাত্র, সে

(১) বাহুল্যভয়ে এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইল না, সেই সকল প্রমাণের অর্থ মাত্র প্রদত্ত হইল।

দন্ত কঠিন খাদ্য চর্ব্বণের উপযোগী হয় না, তেমনি কন্যার প্রথম ঋতুর আবির্ভাবেই, সে কন্যা সন্তানজননী হইবার যোগ্য হয় না। আয়ুর্ব্বেদপ্রণেতা মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

—যে নারীর ষোড়শ বর্ষ বয়স পূর্ণ হয় নাই, এবং যে পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, সে পুরুষ কর্ত্তৃক সে নারীর গর্ভাধান হইলে, সে গর্ভ বিনষ্ট হইবার কথা। যদি তাহাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সে সন্তান অধিক দিন বাঁচে না ; যদি বাঁচে, সে যাবজ্জীবন নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অবস্থায় জীবন্মৃত হইয়া থাকে। হায়! এ সকল অমূল্য ঋষিবাক্য লঙ্ঘন করিয়া সমাজ উৎসন্ন হইতেছে। অনেকেই মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ও মহাভারতাদির দোহাই দিয়া স্বকীয় কুসংস্কার সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আচার্য্যগণের বিধিব্যবস্থার কোনও সংবাদ অবগত নহেন। বাল্যবিবাহ ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। মনু বলিতেছেন ;—

—পিতৃগৃহে কন্যা (কুমারী অবস্থায়) বয়স্থা হইয়া বরং যাবজ্জীবন বাস করিবে, তথাপি তাহাকে অপাত্রে দান করিবে না।

মহর্ষি ব্যাস বলিতেছেন ;—

—মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা, সৎকুলোদ্ভবা, সুলক্ষণা, বয়স্থা, (যুবতী) কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

এ সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা যে যথাবিধি পালিত হইত, পূর্ব্বতন আচারব্যবহারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক রাজকন্যারা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশের কুমারীরা পূর্ণযৌবনে স্বয়ংবরা হইতেন। কথিত আছে ;—পূর্ণযৌবনা, সুশিক্ষিতা সাবিত্রীদেবী মনোমত বরের অনুসন্ধানে স্বয়ং নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, ধর্ম্মবীর, সত্যব্রত, সত্যবান্‌কে বরণ করিয়াছিলেন। এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য। কিছুদিন হইতে এ দেশে আর একটী সর্ব্বনাশ প্রবেশ করিয়াছে। এ সর্ব্বনাশের নাম "কন্যাদায়"—অর্থাৎ বরপক্ষ কর্ত্তৃক কন্যাপক্ষের সর্ব্বস্ব হরণ। অধিকতর পরিতাপের বিষয় যে, এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক ব্যাপার এ দেশের শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রনামধারী মহাত্মারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ কার্য্য লোকবিদ্বিষ্ট ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কন্যার পিতারা নিজ নিজ অবস্থানুসারে কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সম্প্রদান করিবেন, ধর্ম্মশাস্ত্রেরও ইহাই অভিপ্রায়। কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বরপক্ষের অর্থাদি প্রার্থনা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং নীচতার একশেষ। কন্যাপক্ষ বা বরপক্ষ, কেহ কাহারও নিকট অর্থাদি, দাতার অনিচ্ছায়, পীড়নপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, তাহাকে অপত্যবিক্রয় বা শুক্রবিক্রয় বলে। এরূপ কার্য্য সর্ব্বলোকনিন্দিত, সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতীব গর্হিত কার্য্য। অহরহঃ চক্ষের উপর দৃষ্ট হইতেছে, কতশত কন্যার পিতা, মাতা কন্যাবিবাহে সর্ব্বস্বহীন, গৃহশূন্য হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, অনেকে আত্মহত্যাও করিয়া-

ছেন। এ ভীষণ কুপ্রথা নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের বিবাহে কন্যাপক্ষের এ সর্ব্বনাশ অধিক পরিমাণে ঘটিতেছে। আজি কালি স্বদেশের উন্নতির কার্য্যে ছাত্রগণই অগ্রগামী। তাঁহারা কেন সকলে সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করুন না, যে—"আমরা আমাদের বিবাহে কন্যাপক্ষ পীড়ন করিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না।" যেদিন তাঁহারা এ কার্য্য করিতে পারিবেন, সেইদিন লোকে তাঁহাদের স্বদেশভক্তির বিশুদ্ধতার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শন করিবে, তাঁহারা স্বদেশের একটী যথার্থ কল্যাণ সাধন করিবেন।

এ দেশের সমাজসংস্কারার্থিগণের অন্যতর করণীয় বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহদান। বিধবার মর্ম্মনিঃসৃত বেদনার অশ্রু, দেশের ঘোর অকল্যাণ; মনু বলিতেছেন;—"শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্"—যে ভবনে কুলকামিনীর শোকাশ্রু পতিত হয়, তাহা সপরিবার শীঘ্র বিনষ্ট হয়। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে বিধবা-বিবাহের নামে শিহরিয়া উঠিতে দেখিয়াছি। বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ হইলে, তাঁহারা, "ব্রহ্মচর্য্য", 'সংযম' প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করেন। 'ব্রহ্মচর্য্য', 'যোগ', 'মোক্ষ' প্রভৃতি অতীব উচ্চ কথা, সন্দেহ নাই, এবং এ সকলের সাধনায় যিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনি বিশ্বের নমস্য দেবতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা যুবতী বিধবার জন্য এ ব্যবস্থার সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, প্রবীণ হইয়াও, পত্নীবিয়োগে কয়জন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন? অনেকে উপযুক্ত পুত্র পৌত্রাদিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়াও বৃদ্ধ বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া, দেশকে অপূর্ব্ব সংযমশিক্ষা দান করিয়া থাকেন! ব্রহ্মচর্য্য কি বালবিধবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে?

যখন বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি শীর্ণপর্ণভোজী, মহাতপা মহর্ষিগণেরও পদস্খলনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন যুবতী বিধবারা সংসারের সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, দুষ্কর ব্রহ্মচর্য্যে অস্খলিত থাকিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতার কার্য্য। বিশেষতঃ এক্ষণে হিন্দু-পরিবারে সে সংযমশীলতা, সে কঠোরতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সে নিরম্বু একাদশী-পালনাদি কঠোরতার অভ্যাস দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কঠোর নিদাঘে বারি-বিন্দুর জন্য শুষ্ক কণ্ঠে ও শুষ্ক বক্ষে ছট্‌ফট্ করিতেছেন, এরূপ বিধবার সংখ্যা আর অধিক দেখা যায় না। যে সকল বিধবা ব্রহ্মচর্য্যে অটল থাকিতে পারেন, ধর্ম্ম-সাধনায় দেহপাত করিতে পারেন, তাঁহারা নমস্যা, তাঁহারা মানবীরূপিণী দেবতা, সন্দেহ নাই। যখন কালস্রোতে সে সংযম, সহিষ্ণুতা সে তিতিক্ষা, সহস্র উপবাসাদি কৃচ্ছ্রে ও সে কার্য্যকরী শক্তি ক্রমেই অদৃশ্য হইল, তখন বালবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের পথরোধ করিয়া, সমাজমধ্যে ব্যভিচার

ও ভ্রূণহত্যাদি পাপের প্রশ্রয় দান করা সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা এখনও বিধবাবিবাহের প্রতিকূলতা সাধনে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা মানবতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ অথবা পৈতৃক কুসংস্কারে অন্ধ।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি কি বলিবে। যিনি কলিযুগের সাক্ষাৎ মনু, স্বদেশের মঙ্গলই যাঁহার অদ্বৈত সাধনা, মাতৃভাষার ও মাতৃরূপিণী বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন যাঁহার জীবনের মূলবন্ধন সেই ধর্ম্মবীর, দয়াসাগর, অশেষশাস্ত্রপারদর্শী, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্যাপি কেহই তাহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কখনও কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবেন, বলিয়া মনে হয় না।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। রাজ সম্মান—সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ বড়লাট সাহেবের সভার আইনসভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই উচ্চপদে কোন ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত উপবেশন করেন নাই। যোগ্যপাত্রে এই উচ্চপদ প্রদত্ত হইয়াছে।

২। ষড়যন্ত্র— কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীরের মহিষী বর্ত্তমান আমীরকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্রকে তৎপদে বসাইবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আমীর তাহা জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে তোপে উড়াইয়া দিতেছেন।

৩। ভারতবাসীর স্বত্ব—বিলাতে "সিভিল রাইটস্ কমিটী" নামে ভারতবাসীর স্বত্ব ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভা হইতে বর্ত্তমান নির্ব্বাসন প্রথার অবৈধতা প্রমাণের জন্য চেষ্টা হইতেছে।

৪। সমবেদনা—বোম্বাই গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্লার্কের পত্নী কিছুদিন পূর্ব্বে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত ২১শে মার্চ্চ তাঁহার একমাত্র সন্তান কুমারী ক্লার্কও তাঁহার মাতার অনুগমন করিয়াছেন। ভগবান্ শোকার্ত্ত পিতার হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করুন।

৫। রামকৃষ্ণোৎসব—কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান। গত ২১শে ফাল্গুন এই পবিত্র স্থানে রামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে অনেক লোক সম্মিলিত হইয়া প্রথম মহোৎসব সম্পন্ন করেন। আশা করা যায় মহাত্মা ব্যক্তির পুণ্যময় জন্মস্থান চিরস্মরণীয় থাকিবে।

৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন ১০ই ও ১১ই এপ্রিল হুগলীতে হইবে।

৭। কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়—কলিকাতার মূক ও বধির বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য গত

২০শে মার্চ্চ সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী লেডী হ্যামিল্টন পারিতোষিক বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৫০টী ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। সকলেই এই বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়াছিলেন এবং সভাপতি মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে ২০০৲ শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৮। স্মৃতি-সভা—স্বর্গীয় মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মরণার্থ বার্ষিক সভা গত ২০শে মার্চ্চ ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মুক্ত করা হয়।

৯। স্বদেশী শিল্প—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নানা স্থানে স্বদেশী শিল্পের অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি ভারতসচিব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কার্য্যের জন্য যে সকল দ্রব্য এদেশের উপকরণ হইতে এদেশে প্রস্তুত, তাহার মূল্য বিলাতি হইতে বেশী হইলেও তাহা ক্রয় করা হইবে এবং বিলাতী উপকরণে এদেশে প্রস্তুত দ্রব্যও ঐ নিয়মে ক্রয় করা হইবে। যে সকল দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, তাহা বিলাত হইতে আনান হইবে এবং যাহাতে সে সকল দ্রব্য এখানে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইবে।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

১। কৃমি রোগে। কৃমি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রথমে গুড় খাইয়া পরে বাসি জলের সহিত খোরা সানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ কৃমি সত্বরনিপতিত হয়।

২। দাড়িমের শিকড় ২ তোলা, জল ॥০ অর্দ্ধসের শেষ ৵০ অর্দ্ধপুয়া থাকিতে নামাইয়া খাইলে ছোট ছোট কৃমি মরিয়া যায়। এই মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে।

বামারচনা।

ফল্গুৎসবে।

বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি,
হরষে উদিল আসি,
প্রকৃতি উচ্ছ্বাসময়ী জোছনার বুকে।
প্রেমে মাতোয়ারা প্রাণ,
নাহি মান অপমান,
আনন্দে কল্লোলতান তুলিয়াছে সুখে।

শিশু যুবা-বৃদ্ধ সঙ্গে,
নৃত্য গীত নানা রঙ্গে,
প্রমত্ত আজিকে হের প্রমোদকুহকে।
আবিরে কুঙ্কুমে মাখা,
যেন রক্তাম্বরে ঢাকা,
জল স্থল ক্ষিতি নভ লোহিত আলোকে।

লাল পাতা লাল ফুল,
লাল পাখি বুল বুল,
আবিরে আবিরীবর্ণ আবিরি স্বরূপে।
অঙ্গলেপে মাখামাখি,
সৌগন্ধে রাখিছে ঢাকি,
ছলে বলে পরাজয়ী লভিবে কৌতুকে।
আমোদে মদিরা পিয়ে,
প্রমত্ত হৃদয় লয়ে,
উদ্দাম তরঙ্গ মাঝে চলিছে নির্ভিকে।
ক্ষণেকের কোলাহলে,
স্রোতে অঙ্গ দেছে ঢেলে
ভুলে গেছে এ সংসার কিসের চকিতে।

এখনও জানেনা হায়,
এ যেন স্বপন প্রায়,
ভাঙ্গিলে মোহের ঘুম যাবে কোথা ভেসে।
স্মৃতিটুকু বুকে লয়ে,
নীরবে নীরবে চেয়ে,
অশ্রুবিন্দু ঝরিবেক ভাবি অবশেষে।
এ আমোদ কোলাহল ঘোর যাবে শেষে
আঁধারে ফুটাতে আলো,
প্রকাশে চমক ভালো,
সুখটুকু ক্ষণস্থায়ী দুখ পাছে আসে।
সৃজনলয়ের লীলা এ বিশ্বে প্রকাশে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বর্ষশেষ।

দেখিতে দেখিতে বর্ষ জলবিম্ব প্রায়,
অনন্ত সে ভূতনীরে মিশাইছে হায়!
সুখ দুঃখ হাসি কান্না লয়ে আশা কত,
চিরতরে অতীতেতে হইতেছে গত।
কারেও পতিত করি কারেও উন্নত,
কারে দুঃখে কারে সুখে কারে আশাহত।
বিষাদ-নয়ন-নীরে কারে ভাসাইয়া,
কারে বা আনন্দে হর্ষে নিমগ্ন করিয়া।
কঠোর নিয়তি-বশে যেতেছে চলিয়া;
অসমাপ্ত সাধ আশা সকলি ফেলিয়া।
এইমত কত বর্ষ হেরিয়াছি হায়!
গিয়াছে অপূর্ণ বাঞ্ছা লইয়া হিয়ায়।
তবু মোর এতদিনে নাহি হ'ল জ্ঞান,
বর্ষ সম হবে মোরে করিতে প্রয়াণ।
কালসিন্ধু-মহাস্রোত আসিবেক যবে,
মোরে ওই বর্ষ মত ভাসি যেতে হবে।
কিছুতে সে স্রোতবেগ নারিব রোধিতে;
যেতে হবে জীবনের সাধ না মিটিতে।
কর্ম্মশূন্যা হীনা আমি গেলে ধরা হতে—
বিন্দুমাত্র স্মৃতি মোর রবে না জগতে।
কিন্তু কত ঘটনার রাখি স্মৃতিলেশ;
চিরতরে হইতেছে ওই বর্ষ শেষ।

বর্ষশেষে।

১

আজি বরষের শেষে
নিরজনে একা বসে
গাঁথিতেছি অতীতের সুচিকণ হার

২

গুছাইয়ে গ্রন্থিগুলি
দিয়ে শত যোড়া তালি
বাঁধিতেছি নবমের ছিন্ন বীণা-তার।

৩

কত কি যে এলোমেলো
অন্তরের ভাবাগুলো
ভাবের তরঙ্গ পরে তরঙ্গ গড়ায়

৪

আজি এই সন্ধ্যাবেলা
গাঁথিয়া ফুলের মালা
পরাইয়া দিনু সুখে অতীতের গায়।

৫

সে পুরবী সাধা বীণা
হিয়ারে! আর গেও না—
থামরে! শিখাই নব স[illegible]রুণ তান

৬

নাশি হৃদি-আবিলতা
বেদনার অশ্রু-গাথা
অস্ফুট মুকুল ভক্তি সাধনার গান।

শ্রীমতী প্রিয় বালা রায়।

ধ্রুবহারা।

গিয়াছ কি ধ্রুব, হরি অন্বেষণে
ছাড়িয়া সুখের সংসার হায়।
করে হাহাকার শূন্য গৃহদ্বার
পিতা তব শোকে পাগল প্রায়।
কাঁদেরে জননী লুটায়ে ধরণী
মণিহারা ফণী যেনরে আজি।
কেনরে মাণিক আঁধারিয়া গেলে
ছিল চারিধার শোভায় সাজি॥
নয়নের তারা তুমি ধ্রুবতারা
গোবিন্ স্বরব হৃদি-গগনে।
একমাত্র রবি কেন অস্ত যায়
বঞ্চিত জীবন কেন সে ধনে॥
প্রতিমার সনা বধূ নিরুপমা
বালিকা কাঁদিছে তোমার তরে।
কেন রে তাহারে অকুল পাথারে
ভাসালে অকালে এমন করে॥
কেন অকস্মাৎ হেন বজ্রাঘাত
পড়িল সাধের সংসার মাঝে।
দগ্ধ প্রাণ কেন কেঁদে কেঁদে যায়
পুরজনে হেরি পরাণে বাজে॥
কেন কেন করে প্রাণের ভিতরে
সুধাই কাহারে উত্তর নাই।
তুমি যেই ঘরে ছিলে আলো করে
সেই দিক্ পানে ফিরে তাকাই॥

১৩১৫ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও নারীজাতির সংকীর্ত্তি।

২১১ নং মির্জ্জাপুর? মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীদেবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।